CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-11 ■ 16 October, 2024 ■ আগরতলা ১৬ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ২৯ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পানিসাগরে মন্দির ও মসজিদে ভাঙচুর, পরিস্থিতি থমথমে, জারি ১৬৩ ধারা, বন্ধ নেট পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর ।। অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীরা সোমবার গভীর রাতে মন্দিরে হামলা চালিয়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ মসজিদে হামলা হয়েছে। তাতে পানিসাগর মহকুমায় পেকুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে বলে দাবি করেছেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস। পাশাপাশি, আজ থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোটা উত্তর ত্রিপুরা জুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৬৩ বিএনএসএস ধারা লাগু করা হয়েছে। এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীকে পুলিশ মুখ্য কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। ধলাই জেলার এসপিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস বলেন, গতকাল গভীর রাতে পানিসাগর মহকুমায় পেকুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীরা মন্দিরে হামলা চালিয়েছিল। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকালে দুটি মসজিদে ভাঙচুর হয়েছে। তাতে, মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে তিনি পুলিশকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়র অনুরোধ জানিয়েছি। এদিন তিনি বলেন, যারা মন্দিরে হামলা চালিয়েছে তাদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মসজিদে হামলা করা একদম ঠিক হয়নি। কারণ, ব্যাপক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ধ্যারাতে শহরে এক দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টা, হামলাকারীকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর ।। রাজধানীর মেলারমাঠ এলাকায় দুঃসাহসিক ঘটনা। সন্ধ্যারাতে দোকানে ঢুকে এক ব্যবসায়ীকে ছুরিকাহত করলো এক যুবক।

ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মেলারমাঠস্থিত এক মোবাইলের দোকানে। ঘটনার হামলাকারী রাহুল কৃষ্ণ রায়কে আটক করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, হামলাকারী রাহুল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেলারমাঠ মোবাইলের দোকানে প্রবেশ করে দোকানের মালিককে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করতে থাকে। ঠিক পর মুহূর্তেই একটি ধারালো ছুরি বের করে ওই ব্যবসায়ীকে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে।

ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ওই হামলাকারী যুবককে আটক করেছে। এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা বেধড়ক মারধোর করেছে হামলাকারী রাহুলকে। ঘটনায় সেও গুরুতর আহত হয়েছে।

প্রথমে তাদের আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের দুজনকেই জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, রাতে ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম তদন্তে গেছে বলে সংবাদে প্রকাশ।

ছুটি

আজ ১৬ অক্টোবর, বুধবার কোজাগরি লক্ষ্মী পূজা। এই উপলক্ষ্যে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস-র কর্মীদের ছুটি। তাই ১৭ অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

কর্মাধক্ষ

পুকুর থেকে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ অক্টোবর ।। পুকুর থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের নতুন বাজার আশ্রমপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সাত সকালে গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের নতুন বাজার আশ্রমপাড়া এলাকায় ৭৫ বয়সের বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রতঃভ্রমণে গ্রামের মানুষ দেখতে পায় নতুন বাজার আশ্রমপাড়া এলাকায় একটি পুকুরে দেহ ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষ এসে জড়ো হয় নতুন বাজার আশ্রমপাড়া এলাকার পুকুরের পাড়ে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় টাকারজলা থানায়। টাকারজলা থানার ওসি রথীন্দ্র দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে, গ্রামের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ কোজাগরি লক্ষ্মী পুজা বাজারগুলিতে কেনাকাটার ধুম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। কোজাগরি লক্ষী পূজার বাজারে জিনিসপত্রের অগ্নি মূল্য। রাজধানী আগরতলা শহর রাজ্যের সর্বত্রই একই চিত্রপট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

রাত পোহালেই কোজাগরি লক্ষী পূজা। ফলমূল থেকে শুরু করে সবজি বাজারে আগুন। নাজেহাল ক্রেতাসাধারণ। একশো এর নিচে কোন ফল নেই। যেইটা ধরবেন একশত টাকার উর্ধে। সবজি বলে তো লাভ নেই। কুমড়ো কেজি একশো চল্লিশ, ঝিঙ্গা, থেকে শুরু করে সব কিছু সবজির মুল্যের বাড় বাড়ন্ত। মাথায় হাত ক্রেতাদের। তার পরেও সাধ্য অনুযায়ী কোজাগরি লক্ষী মায়ের আরাধনা মেতে উঠবে সবাই।

পঞ্জিকা মতে বুধবার ও বৃহস্পতিবার দুই দিন পূর্ণিমা। এই দুই দিন কোজাগরি লক্ষী পূজা করতে পারবে ব্রতীরা। পূজার বাজারে ভিড়। এমনই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে বিলোনিয়া এক নং টিলা বাজারে।

লক্ষী মূর্তি থেকে শুরু করে ঘট, নারকেল, হলুদ, ধানের শিষ সব কিছু বাজারে উঠলেও হাত দিতে গিয়ে নাজেহাল। মায়ের মূর্তি তিনশো থেকে শুরু করে হাজার টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শোনা যায়। কেউ কেউ বলছে বাজারে সব কিছু চাহিদা আছে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে কম। আগের তুলনায় এবার একটু বাজার মন্দা।

আবার কেউ বলছে মোটামুটি ভালো বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতারা বলছে গতবারের তুলনায় এবছর জিনিস পত্রের দাম আকাশছোঁয়া। এবছর একটু বাজেট কমিয়ে সাধ্যমতো কোজাগরি লক্ষী পূজা করতে হচ্ছে আমাদের। অপরদিকে বিলোনিয়া বরিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ মৃৎশিল্প গৌরা পাল জানান, মূর্তির চাহিদা আছে। কিন্তু মূর্তি তৈরি করতে মাটির দাম বেশি, কর্মচারীর বেতন বেশি। কিন্তু মূর্তির দাম তেমন ভাবে বাড়েনি। সবকিছু মিলিয়ে অগ্নিমূল্য বাজারে যথাসাধ্য উপকরণ সাজিয়ে দিয়ে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে পূজিত হবেন ধন দেবী লক্ষ্মী।

মহারাষ্ট্রে এক দফায় ভোট ২০ নভেম্বর | ঝাড়খন্ডে নির্বাচন ১৩ ও ২০ নভেম্বর

২৩ নভেম্বর গননা

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.)।। মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করলো নির্বাচন কমিশন। এক দফায় মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২০ নভেম্বর, গণনা হবে ওই মাসের ২৩ তারিখ। মহারাষ্ট্রে মোট বুথ এক লক্ষের বেশি। সেই সংখ্যা ১,০০,১৮৬। ওই রাজ্যে মহিলা চালিত বিশেষ বুথ হবে। সেই সংখ্যা ৩৮৮। শহরে বুথের সংখ্যা ৪২,৬০৪। গ্রামে বুথের সংখ্যা ৫৭,৫৮২। মোট ভোটারের সংখ্যা ৯.৬৩ কোটি। মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের সময় সব বুথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) ।। ঝাড়খণ্ডে দুই দফায় হবে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। দুই দফায় ঝাড়খণ্ডে ১৩ ও ২০ নভেম্বর হবে ভোট গ্রহণ, ফল ঘোষণা হবে ২৩ নভেম্বর। ঝাড়খণ্ডে প্রথম দফার ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে ২৯ অক্টোবর, প্রথম দফার ক্ষেত্রে স্ক্রুটিনি হবে ২৮ অক্টোবর ও দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে ৩০ অক্টোবর। প্রথম দফার ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ৩০ অক্টোবর, পরবর্তী দফার ক্ষেত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কার্নিভালে শিশুদের উপর আক্রমণ বুথ প্রেসিডেন্টের বাড়িতে হামলা, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। মায়ের গমন কার্ণিভালে বাচ্চাদের উপর আক্রমণের ঘটনায় থানায় মামলা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বুথ প্রেসিডেন্ট কিংকর সাহাকে বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করে একদল দুষ্কৃতি। এমনই অভিযোগ এনে পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন কিংকর সাহা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মায়ের গমন কার্নিভালে নিজের পরিবারকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কার্নিভাল উপভোগ করছিলেন কিঙ্কর সাহা। কার্নিভালের আনন্দে রাস্তার পাশেই উল্লাসে মেতে উঠেছিল শিশুরা। তখনই একটি ক্লাবের বেসরকারি বাউন্সররা বাচ্চাদের রাস্তার পাশ থেকে সরানোর নামে তাদের উপর আঘাত আনে। ঘটনায় আহত হয় তিন থেকে চারজন শিশু।

পরবর্তী সময় প্রতিরোধ গড়ে তুললে পুলিশ এসে ওই অভিযুক্ত বাউন্সারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনার রেশ ধরে মঙ্গলবার দুপুরে কিংকর সাহার দোকানে এবং বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন কিংকর সাহা। থানায় ঘটনা জানিয়ে এর সুষ্ঠ তদন্তের দাবী জানিয়েছেন আক্রান্ত পরিবার।

৮ বাংলাদেশী সহ ৬ রোহিঙ্গা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ অক্টোবর, ১৫ অক্টোবর।। বিএসএফ ০৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং ০৬ জন রোহিঙ্গা অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে। আটজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং ৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করল বিএসএফ জওয়ান। উনকোটি জেলার অন্তর্গত বিওপি মাইকের বিএসএফ সৈন্যরা আইসিপি মৌঘাটের কাছে ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে। গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশী নাগরিকরা বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

অন্য একটি অভিযানে ধলাই জেলার অন্তর্গত বিওপি রাঙ্গিচেরার বিএসএফ সৈন্যরা সীমান্ত বেড়া দিয়ে টাউটদের সহায়তায় ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় আরো ৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে (মহিলা) আটক করে। আটক বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের ভোলা ও মানিকগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবর্জনা ফেলা নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের বিবাদ, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর ।। রাস্তার আবর্জনা ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের বিবাদে বোধজং নগর থানার অন্তর্গত দেব রাম ঠাকুর পাড়ায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ওই সংঘর্ষে প্রায় দুইজন আহত হয়েছেন এবং একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বোধজংনগর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরনের জানা গিয়েছে, বোধজং নগর থানার অন্তর্গত দেব রাম ঠাকুর পাড়ায় জনজাতি এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষও বসবাস করেন। ওই এলাকার একটি চলাফেরা রাস্তা রয়েছে। ওই এলাকার নিবাসী মহম্মদ আলীর অভিযোগ, আজ সকালে দিলীপ দেববর্মা তার বাড়ির সামনে মদের বোতল ও আবর্জনা ফেলছিল। তখন তার পরিবারের সদস্যরা তাকে বারণ করলে সে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে দিলীপ দেববর্মার পরিবারের সদস্যরা তার পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছে। তাতে তার পরিবারের সদস্যরা অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। তার দাবি, চলাফেরার রাস্তার কাগজ তার নামে রয়েছে। তারপর ও দিলীপ দেববর্মার পরিবারের সদস্যদের ওই রাস্তা দিয়ে চলাফেরার অনুমতি নিয়েছেন।

এদিকে এবিষয়ে দিলীপ দেববর্মার শ্যালক জানিয়েছেন, প্রায় এক বছর পর তিনি ভগ্নিপতির বাড়িতে এসেছিলেন। কারণ, বোন বেশ কিছু যাবৎ অসুস্থ। দিলীপ দেববর্মা টিএসআর-এ কর্মরত। তিনি বাড়িতে ঢুকেই দেখতে পান দিলীপ দেববর্মার চলাফেরার রাস্তায় নোংরা আবর্জনায় ভর্তি করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯১ লাখের ইয়াবা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। ৯১ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে বিএসএফ জওয়ান। মঙ্গলবার নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সিপাহীজেলা জেলার অধীনে বিওপি কমলাসাগরের বিএসএফ সৈন্যদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। বিএসএফ নাইট অ্যামবুশ পার্টি লক্ষ্য করে এক দুর্বৃত্ত সীমান্তের বেড়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ১৬ অক্টোবর ২০২৪ ইং
২৮ আশ্বিন, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

এসো গো মা লক্ষ্মী

রাত পোহাইলেই কোজাগরী লক্ষী পূজা। ধনের আরাধ্য দেবীর পূজা করিতে গ্রাম ত্রিপুরার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি প্রস্তুতির তুঙ্গে। কথিত আছে দেবী লক্ষীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে গৃহস্থের ঘর ধনে ধান্যে ভরিয়া উঠিবে। সেই বিশ্বাসে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা লক্ষ্মী দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেন না। বুধবার সন্ধ্যা রাত হইতেই পূজিত হইবেন দেবী লক্ষী। লক্ষী পূজার প্রস্তুতির জন্য মঙ্গলবার হইতে রাজধানী আগরতলা শহর শহর রাজ্যের সর্বত্রই বাজার হাটে ব্যাপক জনসমাগম ও ক্রেতা বিক্রেতাদের ভীড় পরিলক্ষিত হইয়াছে। অগ্নি মূল্যের বাজারে সাধ্যমত পুজার নৈবদ্য ক্রয় করিয়াছেন প্রত্যেকেই। তবে এই বছর বন্যার কবলে পড়িয়া মানুষ দিশেহারা। স্বাভাবিক কারণেই পূজা পার্বণে অন্যান্য বছরের মত ততটা খরচ করিতে পারিতেছেন না।

গ্রাম ত্রিপুরায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের পর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের শেষে পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার আরাধনা করা হয়। বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে এক চিরন্তন প্রার্থনা। প্রায় প্রতি ঘরেই দেবী লক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। লক্ষ্মী হইলেন ধন সম্পত্তির দেবী। ধন সম্পদের আশায় ঘরে ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা হইয়া থাকে। নারী পুরুষ উভয়েই এই পূজায় অংশ গ্রহণ করেন।অনেকেই সারা বছর প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন। এছাড়া শস্য সম্পদের দেবী বলিয়া ভাদ্র সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি ও চৈত্র সংক্রান্তিতে এবং আশ্বিন পূর্ণিমা ও দীপাবলীতে লক্ষ্মীর পূজা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হইল-খারিফ শস্য ও রবি শস্য ঠিক যে সময় হয় ঠিক সেই সময় বাঙালি হিন্দু মাতিয়া ওঠে লক্ষ্মীর আরাধনায়। তবে পূজার উপাচারে পরিবর্তন হয় মাস ভেদে।বর্তমানে গৃহস্থের সুবিধের জন্যই হোক বা পুরোহিতের স্বল্পতার জন্য, লক্ষ্মী পূজা হয় সকাল থেকেই। কিন্তু কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার প্রকৃষ্ট সময় প্রদোষকাল। অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত থেকে দু ঘণ্টা পর্য্যন্ত যে সময়। যদিও প্রদোষ থেকে নিশীথ অবধি তিথি থাকিলেও সেই প্রদোষেই পূজা বিহিত। কিন্তু আগেরদিন রাত্রি থেকে পরদিন প্রদোষ পর্য্যন্ত তিথি থাকিলে পরদিন প্রদোষেই পূজা করা বিধেয়। আবার আগেরদিন রাতে তিথি থাকিলেও যদি পরদিন প্রদোষে তিথি না থাকে তাহা হইলে আগেরদিন প্রদোষেই পূজা করা কর্তব্য।আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর পুজো করা হইয়া থাকে। চলতি বছর ১৬ ও ১৭ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজো। লক্ষ্মী নিজের ভক্তদের ধন-সম্পদ ও মনোস্কামনা পূরণের আশীর্বাদ দেন এবং অলক্ষ্মী বিনাশ করেন। ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্মা পুরাণ অনুযায়ী, ঋষি ভৃগুর স্ত্রী খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম। অন্য দিকে শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা থেকে লক্ষ্মীর উৎপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্দা, গজশুণ্ডাগ্রবতী, পুষ্টিরূপা, পিঙ্গলবর্ণা, পদ্মমালিনী, চন্দ্রাভা, হিরণ্ময়ী, ষষ্টিহস্তা, সুবর্ণা, হেমমালিনী, সূর্য্যাভা ইত্যাদি নানা নামে লক্ষ্মীকে সম্বোধন করা হইয়া থাকে। মাটির মূর্তি, সরা ইত্যাদি নানা রূপে লক্ষ্মী পূজিত হন বাংলার ঘরে ঘরে।অনেকেই জানেন না, এই পুজো সম্পূর্ণ স্ত্রী আচারের পুজো। এতে কোনও পুরুষ পুরোহিত ছাড়াই এ পুজো গৃহস্থ বাড়িতে করা সম্ভব এবং গ্রাম ত্রিপুরায় এ ভাবেই হইয়া আসিয়াছে। আগে শুধুমাত্র বড় জমিদার বাড়িতে এবং বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়িতেই পুরোহিত ডাকিয়া যজমান পুজো করাইতেন। কিন্তু আদপে এই পুজোতে তেমন কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। পুরোহিতের এই বিষয়টি সাম্প্রতিক। পুরোহিতের অভাব জনিত কারণে অনেকেই বাড়ি ঘরে নিজেরা দেবী লক্ষীর পূজা করেন এবং লক্ষ্মীর পাঁচালী পরিয়া থাকেন। যাইহোক, ধনের আরাধ্য দেবী লক্ষ্মী সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন, সেটাই প্রত্যাশা।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুধে শপথ ওমরের, উৎফুল্ল এনসি শিবির

শ্রীনগর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘ ৬ বছরেরও বেশি সময় পরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এবার বুধবার (১৬ অক্টোবর) জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা তাঁকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রিয় নেতা ফের জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, তাতে উৎফুল্ল ন্যাশনাল কনফারেন্স শিবির।উল্লেখ্য, প্রায় ১০ বছর পরে সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচন হয় জম্মু ও কাশ্মীরে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় জাদুসংখ্যা পায় এনসি-কংগ্রেস জোট। এনসি বিধায়কেরা সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদীয় দলের নেতা হিসাবে ওমরকে নির্বাচিত করেন। তার পরেই গত শুক্রবার নিজের দলের ৪২ জন বিধায়ক, ৬ কংগ্রেস বিধায়ক, এক সিপিএম, এক এএপি এবং কয়েক জন নির্দল বিধায়কের স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি নিয়ে উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহার সঙ্গে দেখা করেন এবং সরকার গঠনের দাবি জানান তিনি।

পঞ্জাবে নির্বিঘ্নেই চলছে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন, ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে

অমৃতসর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): পঞ্জাবে নির্বিঘ্নেই চলছে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে বিকেল ৪টে পর্য্যন্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে ভোটারদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সকাল সকাল বিভিন্ন ভোটদান কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।ব্যালট বক্সে 'সরপঞ্চ' ও 'পঞ্চায়েত' পদের প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ণয় হচ্ছে। লুধিয়ানা, মোহালি, শ্রী মুক্তসার সাহিব সর্বত্রই ভোটদান চলছে নির্বিঘ্নেই। পঞ্জাবে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই হচ্ছে মূলত ত্রিমুখী। ১৩,২২৯টি গ্রামে 'সরপঞ্চ' ও 'পঞ্চায়েত' পদের জন্য ভাগ্যপরীক্ষা হচ্ছে ১.০৬ লক্ষ প্রার্থীর।

প্রবল বৃষ্টিপাত চেন্নাইয়ে, রাস্তায় জল জমে দুর্ভোগ ও ভোগান্তি চরমে

চেন্নাই, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগেই পূর্বাভাসে জানিয়েছিল, ১৫ ও ১৬ অক্টোবর তামিলনাড়ুতে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই মতো ভারী বৃষ্টিতে ভিজল চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ুর নানা প্রান্ত। মঙ্গলবার ভোররাত থেকে চেন্নাইয়ে এতটাই বৃষ্টি হয়েছে, যে রাস্তায় জল জমে যায়। রাস্তায় জল জমে যাওয়ার ফলে, মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় তামিলনাড়ুর রাজধানীতে। চেন্নাই ছাড়াও তিরুভাল্লুর শহরেও অত্যধিক বৃষ্টি হয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, তামিলনাড়ুতে ১৬ অক্টোবর অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পরবর্তী দিন, ১৭ তারিখও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানের জনক ও বিজ্ঞানের সূচনা

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

পদার্থবিজ্ঞানকে বলা হয় প্রকৃতিকে বোঝার বিজ্ঞান। অতিক্ষুদ্র পরমাণু বা আরও ছোট উপপারমাণবিক কণা থেকে বিশাল মহাবিশ্বসবই পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এখানেই শেষ নয়। আমরা খালি চোখে যেসব তরঙ্গ (পড়ুন, আলো) দেখতে পাই না, সেসবও বিজ্ঞানের এই শাখাটির আলোচনার বিষয়। মানব সভ্যতার বেশির ভাগ উন্নতির পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান নামে বিজ্ঞানের এই শাখাটি কীভাবে গড়ে উঠল? কার হাত ধরে সূচনা হলো এই বিজ্ঞানের? এর জনক কে?

এসব প্রশ্ন লিখে গুগলে সার্চ করলে কমপক্ষে তিনটি নাম পাবেন। ইতালির পদার্থবিদ গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২), ব্রিটিশ পদার্থবিদ আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ও জার্মান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)। যদিও তাঁরা এক সময়ের মানুষ নন, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের জনকের স্বীকৃতিটি তাঁদেরই দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান বা সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের সূচনার কথা বলতে গেলে আমাদের আরও অনেকটা পেছনে ফিরে যেতে হবে। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে প্রশ্ন করতে শুরু করে। মাথা তুলে তাকায় আকাশে, খুঁজে চলে মহাবিশ্বে নিজেদের অবস্থান। জানতে চায়, এই মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি কেমন। এরকম প্রশ্নগুলোর মাধ্যমেই, বলা চলে, ধীরে ধীরে গঠে ওঠে সে কালের বিজ্ঞান। যদিও একে ঠিক বিজ্ঞান বলা চলে না। সে কালে বলা হতো ন্যাচারাল ফিলোসফি বা প্রাকৃতিক দর্শন। একই সঙ্গে উন্নত হতে থাকে প্রযুক্তিওগুহাচিত্রে আমরা যার প্রমাণ পাই। দেখি মানুষ বর্শা বা শিকারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, আবিষ্কার করেছে আগুন বা চাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতার উপকরণ। ফলে এককথায় গ্যালিলিও, নিউটন বা আইনস্টাইনকে সরাসরি পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলার উপায় নেই। বরং প্রাকৃতিক দর্শনের হিসেবে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে, পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী বলা চলে অ্যারিস্টটলকে। যিনি একাধারে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা শাখায় অবদান রেখেছেন। যদিও তখনও প্রাকৃতিক দর্শন থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণের সময় আসেনি। এই সময়টা কখন এল? সেটা বুঝতে আমরা একটু এগিয়ে যাই। ইতিহাসে দেখা যায়, ইউরোপে অন্ধকার যুগের পর নতুন যে জাগরণ শুরু হয়, সেখানে গ্যালিলিও গ্যালিলি প্রথম কাঠামোবদ্ধ বা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর আগে অ্যারিস্টটলের মতো অনেকে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন। এই পর্যায়ে একটু থেমে এও বলা উচিৎ যে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ চলছে, তখন আরবে উন্মেষ ঘটছে বিজ্ঞান চর্চার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলহাজেন (তাঁর পুরো নাম আবু আল হাসান ইবনে আল হাইথাম। তবে ইউরোপে তিনি আলহাজেন নামে পরিচিত। তাঁর কথায় আমরা একটু পরে আসছি)। বস্তুর গতি নিয়ে গ্যালিলিও বিস্তর গবেষণা করেছেন। একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু যে নির্দিষ্ট সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে, তা তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন।

প্রকৃতির নানা ঘটনা এই বিজ্ঞানসাধক বা ন্যাচারাল ফিলোসফিস্টরা দেখতেন, পর্যবেক্ষণ করতেন। চিন্তার সাহায্যে তা বিশ্লেষণ করে ঘটনার ছন্দ মেলানোর চেষ্টা করতেন, এর মানে খুঁজতেন। তারপর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। কিন্তু গ্যালিলিও এই চক্র থেকে বেরিয়ে হাতে- কলমে পরীক্ষা শুরু করেন। নিজ হাতে পরীক্ষা করে তবেই সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি। পরীক্ষার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে না মিললে আবার পর্য্যবেক্ষণ ও নিজের অনুমানগুলো পরীক্ষা করে যাচাই করতেন। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল কথা এটিইপরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা মিলতে হবে। না মিললে তা বাতিল করে আবার যাচাই-বাছাই করে নির্ধারণ করতে হবে ব্যাখ্যাটা আসলে কী। এই হিসেবে গ্যালিলিওকে বলা উচিৎ পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের জনক।

বস্তুর গতি নিয়ে গ্যালিলিও বিস্তর গবেষণা করেছেন। একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু যে নির্দিষ্ট সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে, তা তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন। কথিত আছে, ইতালির পিসা শহরের হেলানো দালানে উঠে হাতে- কলমে পরীক্ষাটি করার জন্য একটা পালক ও কয়েন নিচে ফেলেছিলেন। যদিও বাতাসের বাধায় পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। আবার অনেকে বলেন, এই পরীক্ষাটি গ্যালিলিও সত্যি সত্যি করেননি। এটি একটি কিংবদন্তী। তবে প্রায় একই ধরনের একটি পরীক্ষা তিনি করেছেন বলে জানা যায়। গতিবিদ্যার বাইরেও পর্য্যবেক্ষণনির্ভর জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। নিজের বানানো টেলিস্কোপ দিয়ে পৃথিবী থেকে আবিষ্কার করেন বৃহস্পতি ও এর চারটি উপগ্রহ। এগুলো এখন গ্যালিলিয়ান বা গ্যালিলিওর চাঁদ নামে পরিচিত।

এরপরে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় আইজ্যাক নিউটনের কথা। পদার্থবিজ্ঞানের বরপুত্র তিনি। চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের, বলা চলে, গোটা ভিত্তিটুকু গড়ে দিয়েছেন নিউটন একা হাতে। পৃথিবীতে বসে মহাকর্ষ নিয়ে তিনি যে ব্যাখা দিয়েছিলেন, তা কাজে লাগিয়ে চাঁদে পাড়ি দিয়েছে মানুষ। এ ছাড়া আলোকবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর কাজগুলো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর রচিত ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। (এখানে লক্ষ করুন, নিউটনও কিন্তু বইয়ের নামে বলছেন ন্যাচারাল ফিলোসফির কথা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক দর্শন।) এ ছাড়া গটফ্রিড উইলিয়াম লিবনিজ ও তিনি একই সময়ে আলাদাভাবে আবিষ্কার করেন ক্যালকুলাস। এই ক্যালকুলাস ব্যবহৃত হয় পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে, বা বলা যায়, ভাষাগত ভিত্তি হিসেবে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান অনেক। তাই নিউটনকে পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলতে দ্বিধা করেননি ইতিহাসবিদরা।

পদার্থবিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক দর্শনের সত্যিকার কোনো জনক নেই। কারণ, মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞান চর্চা করছে।

আলবার্ট আইনস্টাইনকে ঠিক পদার্থবিদ্যার জনক না বলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলা যুক্তিযুক্ত। কয়েক শ বছরের প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের ধারাকে প্রশ্ন করেন বিশ শতকের এই বিজ্ঞানী। মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে। সহজ করে বললে, পুরো মহাবিশ্বকে স্থান-কালের চাদর হিসেবে কল্পনা করে তিনি দেখান, মহাকর্ষ মূলত এই চাদরের বক্রতা ছাড়া আর কিছু নয়। পাশাপাশি অঙ্ক কষে দেখান, মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই আলোর চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে না। মহাবিশ্বের ভর ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে খুলে দেন পদার্থবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত। এখানেই শেষ নয়, তাঁর আবিষ্কৃত আলোক- তড়িৎ ক্রিয়া বদলে দিয়েছে প্রযুক্তির জগৎ। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান এত বেশি যে একবাক্যে সবাই তাঁকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলে মেনে নেন। আজকের দিনের প্রায় সব প্রযুক্তিআধুনিক টেলিস্কোপ, মহাকাশযান কিংবা জিপিএস বা আপনার হাতের মুঠোফোনসবকিছুতেই রয়েছে তাঁর আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান। পরমাণু বিদ্যুৎ বা পারমাণবিক বোমাঅর্থাৎ পারমাণবিক শক্তির দ্বারও খুলে গেছে তাঁর হাত ধরেই। এ থেকে পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তনের একটা রূপরেখা আমরা পাই। কিন্তু আসল প্রশ্নটাই এখনো করা হয়নি। কোনো শাখার জনক বলতে আসলে কী বোঝায়? পদার্থবিজ্ঞানের জনক কি প্রথম পদার্থবিজ্ঞান তৈরি করেছিলেন? তার আগে কি কেউ পদার্থবিজ্ঞান চর্চা করত না?

আমরা আগেই বলেছি, পদার্থবিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক দর্শনের সত্যিকার কোনো জনক নেই। কারণ, মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞান চর্চা করছে। যেমনটা বলেছি, ইউরোপীয় অন্ধকার যুগে বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন আরব বিজ্ঞানীরা। বলা

চলে, বিজ্ঞান চর্চাকে সে সময় তাঁরাই এগিয়ে নেন। সে কালে ইরাকের পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল হাসান ইবনে আল হাইসাম (৯৬৫-১০৪০)যাঁর আরেক নাম আলহাজেনপ্রথম বলেন, 'বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো এসে আমাদের চোখে পড়লেই কেবল আমরা বস্তুকে দেখতে পাই। আলোক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান এত বেশি যে তাঁকে আলোক পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তাঁরও আগে, অর্থাৎ খ্রিষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে, আর্কিমিডিস পানির প্লবতা আবিষ্কার করে সোনার খাদ যাচাই করেন। সূর্যের আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে পুঞ্জিভূত করে পুড়িয়ে দেন শত্রুর নৌযান (যদিও অনেকে বলেন, এটি কিংবদন্তী)। আর্কিমিডিসেরও আগে পিথাগোরাস ও অ্যারিস্টোটলের মতো দার্শনিকেরা পর্যবেক্ষণভিত্তিক বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন, যে কথা আগেও বলেছি। তারও আগে মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রকৃতির রহস্য বুঝে সে অনুযায়ী জীবনকে সহজ করার উপায় বের করে ধীরে ধীরে এগিয়েছে। কিন্তু এর সবটা বিবরণ আজ আর জানার উপায় নেই। এবারে একটু বিজ্ঞানের 'বিজ্ঞান' হয়ে ওঠা বা দর্শন থেকে আলাদা হয়ে পথচলার বিষয়টা নিয়ে বলা যাক। বর্তমানে বিজ্ঞান বলতে আমরা যে পদ্ধতিগত জ্ঞানচর্চা বুঝি, তার সঙ্গে প্রাচীন জ্ঞানচর্চার বেশ কিছু পার্থক্য আছে। পরীক্ষাভিত্তিক জ্ঞানচর্চার বিপরীতে সে সময় প্রাধান্য পেত নৈতিক চিন্তা, সত্য অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্ক নির্ভরতা। ফলে সেসব জ্ঞানচর্চাকে ঠিক বিজ্ঞান বলা যায় না। বরং দর্শন বললেই ভালো বোঝা যায়। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদুজনের মূল উদ্দেশ্য সত্য খুঁজে বের করা হলেও দুটোর ধরন ও প্রয়োগের জায়গা ভিন্ন। সিদ্ধান্তে আসার পথও ভিন্ন।

দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে সত্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে ব্যাখ্যার পাশাপাশি তা পরীক্ষা করে দেখেন, ব্যাখ্যা ঠিক আছে কি না। আরও বড় ব্যাপার, এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তখন পর্যন্ত ব্যাখ্যাতীত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে কি না বা নতুন অনুমান করা যাচ্ছে কি না। পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টে পাশ করার সময় অনুমানের এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করা হয়। কারণ, বিজ্ঞান যদি নতুন অনুমান না করতে পারেযেমন সূর্য্যগ্রহণ কবে হবে বা পৃথিবী থেকে চন্দ্রগামী মহাকাশযান যখন চাঁদে গিয়ে পৌঁছাবে, এতে কত সময় লাগবে ও সেই সময় পরে চাঁদ কোথায় থাকবে, তা জানা না গেলে আমরা আসলে বাস্তবে কিছু করতে পারব না। দৈনন্দিন জীবনে একটি বাড়ি কতটা ভার সইতে পারবে, বিমান বা গাড়ি কত বেগে চললে কত সময় পর কোথায় থাকবেএসবই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তা না হলে সভ্যতা ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আজ এতদূর আসতে পারতে না। মূলত জ্ঞানের কোনো একটি শাখা যাঁর হাত ধরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে, যাঁর কাজের অনুপ্রেরণায় পরবর্তীতে মানুষ সেই জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত রাখে তবে দর্শন ও বিজ্ঞানদুটোর উদ্দেশ্য যেহেতু এক, তাই ইতিহাসে ফিরে ফিরে তাকালে দেখব, দার্শনিকেরা যেমন বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন, তেমনি বিজ্ঞানীরাও দর্শনের নানা দিক নিয়ে চিন্তা করেছেন। মধ্যযুগে মুসলিম চিন্তাবিদরা গ্রিকদের দর্শন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে বর্তমান বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার ভিত গড়ে দিয়েছেন। ইবনে হাইসাম বা আলহাজেনের কাজে সে প্রতিফলন পাওয়া যায়। এরপর, ইউরোপের নবজাগরণের পর বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি আরও দৃঢ় হয়েছে ফ্রান্সিস বেকনের মতো দার্শনিকের হাত ধরে। আধুনিক যুগে এসে দার্শনিক ও বিজ্ঞানের পথ ভিন্ন হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা কাজ করা শুরু করেন অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষণনির্ভর বিষয় নিয়ে। দার্শনিকরা মনোযোগ দেন বিমূর্ত চিন্তার দিকে।

এখান থেকেই মূলত জ্ঞানের নানা শাখায় জনকের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মূলত জ্ঞানের কোনো একটি শাখা যাঁর হাত ধরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে, যাঁর কাজের অনুপ্রেরণায় পরবর্তীতে মানুষ সেই জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত রাখে, সাধারণত সেই মানুষটিকে ওই শাখার জনক হিসেবে লিখে রাখে ইতিহাস। তবে লিখিত ইতিহাসই শেষ কথা নয়। কালের আবর্তে অনেক জ্ঞানই হারিয়ে গেছে, অনেক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে নির্দিষ্ট সভ্যতার মানুষের হাতে। যে কারণে আজও বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরব বিজ্ঞানী, ভারত বা চিনের মতো এশিয়ান বিজ্ঞানীদের কথা খুব বেশি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ হিসেবে যাঁরা স্বীকৃত, তাঁদের অবদানকে খাটো করার কোনো উপায় নেই। তবে কালে কালে যে সব মানুষ হারিয়ে গেছেন, যাঁদের কথা হয়তো সেভাবে উঠে আসেনি, তাঁদেরও আমাদের মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের জ্ঞান সামগ্রিক জ্ঞানচর্চার ফল। এটি কারো একার বা দু-তিনজনের হাতে গড়া নয়।

সকলকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল সুমিত্রা দেবীর

গত শতকের মাঝামাঝি বাংলা চলচ্চিত্রে এক অভিনেত্রীর, বলা যায় তৎকালীন সেরা সুন্দরী অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটে। পরে পাঁচের দশকে অবশ্য সেরা সুন্দরী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনকে পাই আমরা। বাংলা ছবির সেই সুন্দরী অভিনেত্রী সাকুল্যে মাত্র আঠারোটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু সে সময়ের বাঙালি যুব সম্প্রদায়কে আপন সৌন্দর্য ও অভিনয়ে তিনি পাগল করে তুলেছিলেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলি দেখার জন্য কলকাতার সিনেমা হলে সাড়ে চার আনার টিকিটের কাউন্টারে বিরাট লাইন লেগে থাকত। এই সাড়ে চার আনার টিকিট হল ফোর্থ ক্লাসের। মানে আম জনতার।

অভিনেত্রীর আসল নাম নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৩ সালে বীরভূম জেলার সিউড়িতে জন্ম। ফুটফুটে সুন্দর দেখতে নীলিমার বাবা মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁর বাল্য শিক্ষা মজফফরপুরে। ১৯৩৪ সালে বিহারে ভূমিকম্পের জেরে নীলিমারা কলকাতায় চলে আসেন। ভর্তি হন দেশবন্ধু গার্লস হাইস্কুলে। তবে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেননি। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মের ফলে অনেক অনুশাসন মেনে চলতে হতো নীলিমাকে। কিন্তু ছোট থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল রুপোলি পর্দার ভাল অভিনেত্রী হওয়ার, নায়িকা হওয়ার। যৌবনে সবে পা রেখেছেন, তখনই সর্বস্তরে শুরু হয়ে যায় নীলিমার রূপের প্রশংসা। মেয়ে সিনেমায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক জেনে বাবা চিন্তায় পড়লেন। তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়ের। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হল না। একদিন স্বামীগৃহ ছেড়ে চলে এলেন। এব্যাপারে ছোটভাই তাঁর পাশে থেকেছেন সব সময়। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে নিউ থিয়েটার্সের কথা তাঁর জানা ছিল। ভাইয়ের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে নীলিমা একদিন তাঁর ফটোসহ একটি আবেদন পত্র পাঠান নিউ থিয়েটার্সে অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে। চিঠির উত্তর এল। নিউ থিয়েটার্স তাঁকে ডাকল ইন্টারভিউয়ের জন্য। ইন্টারভিউ দিলেন। তাতে উতরে যাওয়ায় অভিনয়ের শিক্ষাদান শুরু হল। ছবির পর্দায় আর নীলিমা নয়, তাঁর নাম হল সুমিত্রা দেবী।

নিউ থিয়েটার্সের 'মাই মিস্টার' ছবির নায়িকা রূপে সুমিত্রা দেবী নির্বাচিত হলেও তাঁর প্রথম মুক্তি প্রাপ্ত ছবি 'সন্ধি'। প্রথম ছবিতেই দর্শকের মন জয় করে ফেলেন তিনি। ছবির নায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৪ সালে। নবাগত নায়িকা সুমিত্রা দেবী সে বছর বিএফজেএ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) পুরস্কার পান সেরা অভিনেত্রী হিসাবে। এ ছবি যে আলোড়ন তুলবে কেউ ভাবেননি। 'সন্ধি'র পরিচালক অপূর্ব মিত্র হলেও এ ছবির প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার দেবকী কুমার বসু। প্রকৃত পক্ষে তিনিই সুমিত্রা দেবীকে ট্রেনিং দেন। তাতেই সুমিত্রা দেবী প্রথম ছবিতেই অসাধারণ অভিনয় করেন। এই ছবিতে তাঁর চরিত্রটি খামখেয়ালি এক বিবাহিতা তরুণীর। স্বামী যার একজন ভাল মানুষ। কিন্তু স্ত্রীর খেয়ালের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে স্বামী বেচারার কাহিল অবস্থা। তরুণীর একটাই দুর্বলতা। আরশোলা ভীতি। স্বামী সেটা জানতে পেরে বোতলে আরশোলা রেখে স্ত্রীকে জব্দ করতেন। শেষ কালে স্বামীর সঙ্গে সন্ধি করলেন তরুণী। কলেজে পড়ার সময় ছবিটি দেখেছিলাম কয়েকজন বন্ধু মিলে। পরে যখন প্রথমবার বোম্বাই যাই তখন কে এস ফিল্মসের ক্যামেরাম্যান আমাকে সুমিত্রাদেবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেন। আমি আরশোলার গল্প বলতে কী হাসি। অবশ্য এর মধ্যে তাঁর 'পথের দাবি', 'দেবী চৌধুরাণী' , 'সাহেব বিবি গোলাম' , 'একদিন রাত্রে' , 'আঁধার আলো' দেখেছি। সেই সব ছবি নিয়েও কথা হল ওঁর সঙ্গে।

অভিনয়ের জগতে আসার পর তাঁর বিয়ে হয় অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে সময় দেবী মুখোপাধ্যায় বিরাট মাপের অভিনেতা। ১৯৪৭ সালে দেবী মুখোপাধ্যায় মারা যান। 'ভাবীকাল' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য দেবী মুখোপাধ্যায় বিএফজেএ পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'সন্ধি' ছবির পর সুমিত্রা দেবী 'পথের দাবী', 'অভিযোগ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'স্বামী', 'সমর', 'দস্যু মোহন', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'একদিন রাত্রে', 'আঁধার আলো', 'খেলা ভাঙার খেলা', 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'যৌতুক', 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রভৃতি ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ের জন্য ছবিগুলি ভালো চলেছিল। হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'আঁধার আলো' ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয় দর্শকমহলে সাড়া ফেলে দেয়। 'আঁধারে আলো' সেই বছর দ্বিতীয় সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়। কার্লোভিভারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি মনোনীত হয়েছিল। এই ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয়ের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনেছি। তিনি বোম্বে টকিজের ব্যানারে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনি 'রজনী' অবলম্বনে হিন্দি ও বাংলা দ্বিভাষিক ছবি করেন। তাতে তরঙ্গিণীর ভূমিকায় অভিনয় করে হিন্দি ছবির দর্শকদেরও বেশ আপন হয়ে উঠলেন। রাজ কাপুরের 'একদিন রাত্রে'র হিন্দি 'জগতে রাহো' ছাড়াও সুমিত্রা দেবী আরও কয়েকটি হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন। সেগুলির মধ্যে আছে 'ময়ূরপঙ্খ', 'মমতা', 'দিওয়ানা', 'আরাবিয়ান নাইটস', 'মেরে আরমান মেরে সপনে','বীর ভীমসেন' প্রভৃতি।

সম্ভ্রম জাগানোর মতো ব্যক্তিত্ব ছিল সুমিত্রা দেবীর। বোম্বেতে শুনেছি সুমিত্রা দেবী খুব বিনয়ী ছিলেন বলে সকলের ভালোবাসা পেয়েছেন। চলচ্চিত্রের মানুষজন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি চিনে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এতে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন তিনি।

'সাহেব বিবি গোলাম' ছবিতে সুমিত্রা দেবীর পটেশ্বরী চরিত্র আজও মনে দাগ কেটে আছে। প্রতিটি ছবিতেই তিনি অন্তর দিয়ে অভিনয় করেছেন। সে সব ছবি তাঁর অভিনয়ের জন্যই বক্স অফিস পেয়েছিল। অবশ্য 'একদিন রাত্রে' ছবিতে সুমিত্রা দেবী ছাড়া আর একজন অভিনেতা মন কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি হলেন ছবি বিশ্বাস। তাঁর লিপে মান্না দে-র গান 'এই দুনিয়া ভাই সব সত্যি' সবার মুখে মুখে ফিরত। সলিল চৌধুরির কী সুন্দর সুর।

কাননদেবীর বাড়িতে একবার তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প করার সুযোগ হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন গায়ক জগন্ময় মিত্র। তিনি বলেছিলেন, 'সুমিত্রার মধ্যে একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর সব গুণই ছিল। সত্যই তাঁর ছবিগুলি দেখলে সেকথা বার বার মনে পড়ে। বাংলা চিত্র জগতে এরকম সব গুণসম্পন্না অভিনেত্রী আমরা খুব কি বেশি পেয়েছি? মাত্র ৬৭ বছর বয়সে তাঁকে আমাদের হারাতে হয়েছে।

(সৌজন্যে : নবোত্থান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতীয় রেলওয়ের ১০,০০০ লোকোমোটিভকে অত্যাধুনিক কবচ ৪.০ দিয়ে সজ্জিত করা হবে

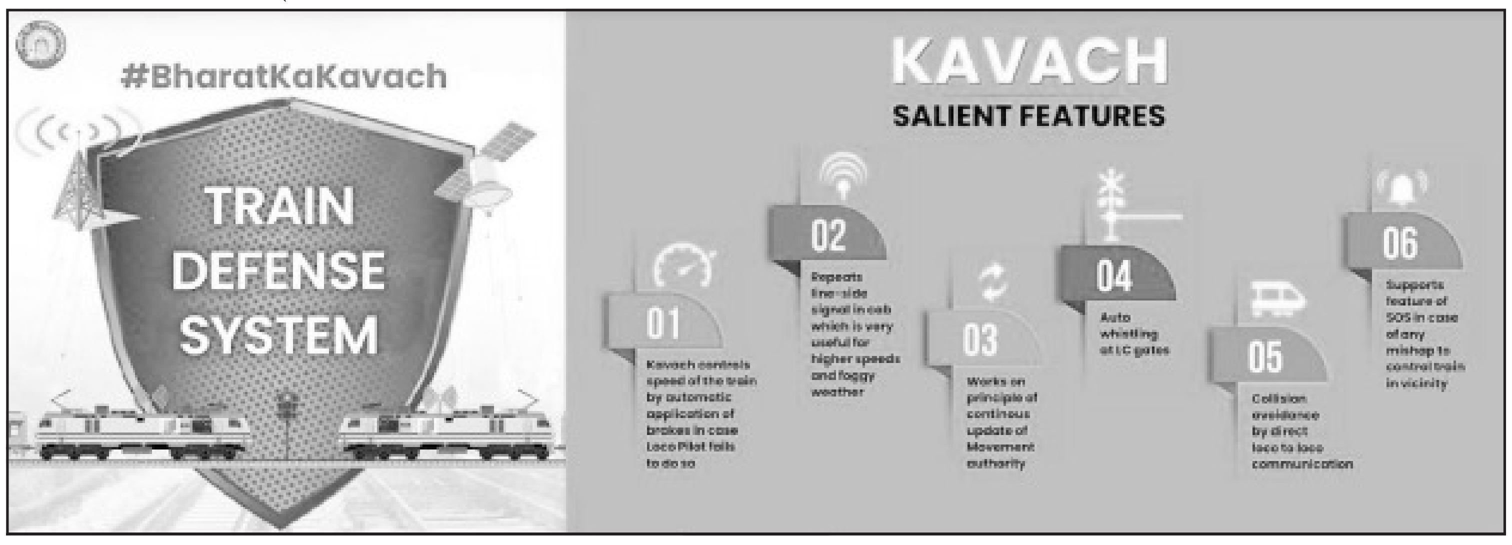

মালিগাঁও, ১৫ অক্টোবর, ২০২৪: এক বৃহৎ সাফল্য অর্জন হিসেবে ভারতীয় রেলওয়ে তার নেটওয়ার্কের ১০,০০০ লোকোমোটিভে স্বদেশী স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা কবচ ৪.০ স্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। সম্প্রতি সফল পরীক্ষার পর, পশ্চিম মধ্য রেলওয়ের কোটা ও সাওয়াই মাধোপুরের মধ্যে ১০৮ কিমি দৈর্ঘের সেকশনে কবচ ৪.০-এর বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই কৃতিত্ব অর্জনের পর, ভারতীয় রেলওয়ে এখন তার নেটওয়ার্কে সমস্ত নতুন প্রকল্পে মিশন মোডে কবচ ৪.০ স্থাপন করবে। এছাড়াও যেগুলি লোকোমোটিভে কবচের লোয়ার ভার্সন স্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলিও উন্নত কবচ ৪.০ দিয়ে পরিবর্তন করা হবে। মালদা টাউন থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আনুমানিক ১৯৬৬ রুট কিলোমিটার দৈর্ঘে কবচ স্থাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

'কবচ' — হলো ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (আরডিএসও)-এর দ্বারা দেশীয়ভাবে বিকশিত করা অটোমেটিক ট্রেন প্রটেকশন সিস্টেম। এখানে কবচের মানে হলো ট্রেনকে বিপদ (লাল) সংকেত অতিক্রম করা থেকে বিরত করা এবং মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রতিরোধ করার দ্বারা সুরক্ষা প্রদান করা।গতির সীমবদ্ধতা অনুযায়ী যদি চালক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন তাহলে ট্রেনের ব্রেকিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকরী করে তোলাই এর কাজ। কবচকে স্বতন্ত্র সুরক্ষা মূল্যায়নকারী দ্বারা সেফটি ইন্টেগ্রিটি লেভেল-এসআইএল ৪-এর সর্বোচ্চ স্তরের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এবং এটি এর নন-এসআইএল বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে ব্লক সেকশন ও স্টেশনগুলিতে রানিং লাইনে ট্রেনের সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস করে। এর ফলে অন্যান্য দেশগুলি দ্বারাও কবচ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।এর পূর্বে ২০২৪-এর এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ ভারতের সম্মানীয় সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে ট্রেনে কবচ বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছিল। বিগত সময়ে, ট্রেন দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এসেছে। কবচ ৪.০ চালু করার মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য রেল ভ্রমণকে আরও সুরক্ষিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পদক্ষেপটি রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করতে এবং দেশজুড়ে রেল নেটওয়ার্কে সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করার এক বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ।

পেশাগত প্রবৃদ্ধির দিকে এক রাস্তা প্রধানমন্ত্রীর ইন্টার্নশিপ প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : বর্তমান সময়ের দ্রুত গতির অর্থনীতিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে যুবকদের প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারত সক্রিয়ভাবে এই প্রয়োজনীয়তারা কথা স্বীকার করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, গত ৩ রা অক্টোবর, ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রীর ইন্টার্নশিপ প্রকল্প চালু করা হয়। একটি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এই উচ্চাভিলাষী উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি যুকক যুবতীকে মূল্যবান ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রদান করা, বিভিন্ন ব্যবসায়িক পরিবেশে নিজেদের নিমজ্জিত করতে এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন ধরণের পেশা অন্বেষণ করার জন্য প্রস্তুত করা।

২০২৪-২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত এই প্রকল্পটি এই অর্থবছরের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প দিয়ে শুরু হয। এর লক্ষ্য ১.২৫ লক্ষ ইন্টার্নশিপ এর সুযোগ প্রদান করা। এর মাধ্যমে তেল, গ্যাস, জ্বালানি, ভ্রমণ, আতিথেয়তা, অটোমেশন এবং ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা ইত্যাদি সহ ২৪টি ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে। গত তিন বছরে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) ব্যয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাকে এর মধ্যে বাছাই করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীরা যাতে সামাজিক ও নৈতিক অনুশীলনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংস্থাগুলিতে ইন্টার্নশিপ করতে পারে।

এই প্রকল্পটিকে অন্য যে কোনো দক্ষতা বিকাশের প্রকল্প থেকে সত্যিই অনন্য। কারণ দেশের, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বর্তমানে বাস্তবায়িত দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষানবিশ এবং ছাত্র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থেকে এতো সোমপুর পৃথক। শুধুমাত্র ইন্টার্নশিপের উপর লক্ষ্য রাখার ফলে,, প্রধানমন্ত্রীর ইন্টার্নশিপ প্রকল্প এমন একটি উপযোগী অভিজ্ঞতা তৈরি করতে চায় যাতে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং যুবক যুবতীদের বস্তবোচিত বিশ্ব প্রেক্ষিতের অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করবে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ প্রকল্পের বিস্তারিত দিক :

যোগ্যতা

পাইলট প্রকল্পটি ২১ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবকদের জন্য ১২ মাসের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম এর ব্যবস্থা করবে। বিশেষত যারা পূর্ণ-সময়ের জন্য চাকুরীতে নিযুক্ত নয় বা পূর্ণ-সময়ের শিক্ষায় নিযুক্ত নয়, এমন ভারতীয় প্রার্থীদের জন্য এই কর্মসূচি। ইন্টার্নশিপের জন্য ১২ ই অক্টোবর ২০২৪ থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। প্রকল্পের লক্ষ্য ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের জন্য ১.২৫ লক্ষ যুবকদের ইন্টার্নশিপ করানো।

* যেসব প্রার্থী হাই স্কুল বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন, যাদের আইটিআই, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে একটি ডিপ্লোমা করার সার্টিফিকেট আছে এমন প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। ডিগ্রী সহ স্নাতক যেমন বিএ, বি.এসসি, বি.কম, বিসিএ, বিবিএ, বি.ফার্মা ইত্যাদির স্নাতকরাও তা করার জন্য যোগ্য।

অনুপযুক্ত

* আইআইটি, আইআইএম, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইএসইআর, এনআইডি এবং আইআইআইটি থেকে স্নাতক

* যারা সিএ, সিএমএ, সিএস, এমবিবিএস, বিডিএস, এমবিএ বা যেকোনো স্নাতকোত্তর বা উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী ডিগ্রী রয়েছে

* যারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের অধীনে দক্ষতা, শিক্ষানবিশ, ইন্টার্নশিপ বা ছাত্র প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এমন সরকারী প্রকল্প।

* যে ব্যক্তিরা জাতীয় শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণের অধীনে শিক্ষানবিশ সম্পন্ন প্রকল্প (ঞ্জুছ) বা জাতীয় শিক্ষানবিশ প্রমোশন প্রকল্প (ঞ্জুঞ্ঝছ)

* যদি প্রার্থীর পরিবারের সদস্যদের কারো আয় অর্থবছর ২০২৩-এ ৮ লাখ টাকার বেশি হয়

* স্থায়ী বা নিয়মিত সরকারি কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য।

অংশীদার কোম্পানির জন্য মানদণ্ড গত তিন বছরে সি এস আর ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয় শীর্ষ ৫০০৩ কোম্পানিকে চিহ্নিত করেছে,।অন্যান্য কোম্পানি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের (ঞ্জঞ্চ) অনুমোদন নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে, বিশেষ করে যদি তারা নিম্ন প্রতিনিধিত্বশীল সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করে। কোম্পানিগুলি ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল অনুসরণ করে অফিসিয়াল পোর্টালের মাধ্যমে তাদের প্রোফাইল সেট আপ করতে পারে।আর্থিক সহায়তা ইন্টার্নরা ইন্টার্নশিপ সময়কাল জুড়ে ৫,০০০ টাকার মাসিক বৃত্তি পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে:

* ৫০০ টাকা অংশীদার কোম্পানীর দ্বারা অনুদান, উপস্থিতি এবং আচরণের উপর নির্ভরশীল।

* অবশিষ্ট ৪,৫০০ টাকা সরকার সরাসরি বেনিফিট ট্রান্সফার এর মাধ্যমে প্রদান করবে ইন্টার্নের আধারযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

* উপরন্তু, ইন্টার্নশিপে যোগদানের পর ৬০০০ টাকার এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে দি বি টি-র মাধ্যমে।

বীমা কভারেজ

* সমস্ত ইন্টার্নদের সরকারের বীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হবে: প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা , প্রিমিয়াম সহ সরকার কর্তৃক অর্থ প্রদান করা হয়। অংশীদার কোম্পানি অতিরিক্ত দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রদান করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ পোর্টাল

প্রধানমন্ত্রীর ইন্টার্নশিপ প্রকল্পটি একটি কেন্দ্রীভূত অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই পোর্টালটি সম্পূর্ণ ইন্টার্নশিপ রিজুম পরিচালনা করবে, অংশীদার সংস্থাগুলিকে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পোস্ট করার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড এর সংস্থান রেখেছে। প্রতিটি পোস্টে অবস্থান, ইন্টার্নশিপের প্রকৃতি, ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং উপলব্ধ সুবিধার মতো বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এতে।

যোগ্য প্রার্থীদের অবশ্যই পোর্টালে নিবন্ধন করতে হবে, যেখানে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে রিজুম তৈরি করা হবে। তারা অবস্থান, সেক্টর, কার্যকরী ভূমিকা এবং যোগ্যতার মতো পছন্দের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি পর্যন্ত ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।এটি তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রতিটি ইন্টার্নশিপের জন্য, প্রস্তাবের সংখ্যার প্রায় দুই থেকে তিন গুণ সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হবে এবং নির্বাচনের জন্য কোম্পানিতে পাঠানো হবে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং মিসাইল ম্যান ডঃ এপিজে আব্দুল কালামকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালামকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। একটি বিকশিত ভারতের সংকল্প অর্জনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাভাবনা দেশের জন্য দারুণ কাজে আসবে।

প্রযুক্তি নেতৃত্বে মহিলাদের জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): প্রযুক্তি নেতৃত্বে মহিলাদের জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, সরকারের "নমো ড্রোন দিদি" উদ্যোগ ড্রোনের মাধ্যমে কৃষিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন-আইটিইউ এবং ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলির উদ্বোধন করেছেন। একই সঙ্গে তিনি সূচনা করেন অষ্টম ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ২০২৪-এর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছেন, 'ভারত ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গণতান্ত্রিক করেছে। ভারত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বানিয়েছে এবং সেই প্ল্যাটফর্মে হওয়া উদ্ভাবন লক্ষ লক্ষ নতুন সুযোগ তৈরি করছে। ইউপিআই কতই না নতুন কোম্পানিকে নতুন সুযোগ দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'এখন ভারত টেলিকম এবং সম্পর্কিত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে ঘটমান দেশগুলির মধ্যে একটি। ভারত ১২০ কোটি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী রয়েছেন, ৯৫ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, যেখানে বিশ্বের ৪০ শতাংশেরও বেশি রিয়েল-টাইম ডিজিটাল লেনদেন হয়, যেখানে ডিজিটাল সংযোগ একটি লাস্ট মাইল ডেলিভারি কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে দেখানো হয়েছে, সেখানে বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনাও বৈশ্বিক ভালোর মাধ্যম হয়ে উঠবে।'

দুর্গাপূজায় আগত মহিলা ভক্তদের নিয়ে অশ্লীল ভিডিও, গ্রেফতার গোয়ালপাড়ার আব্দুল কাশেম

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্গাপূজায় আগত মহিলা ভক্তদের নিয়ে অশ্লীল ভিডিও করা এবং তা সমাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে গোয়ালপাড়ার যুবক আব্দুল কাশেম আলিকে।

নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়ায় দেবী দুর্গা-প্রতিমা নিরঞ্জন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলা ভক্তদের উদ্দেশ্য করে একটি অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে মরনৈ থানা এলাকার দুবাপাড়া নিখোঁজচরের বাসিন্দা আব্দুল কাশেম আলি নামের এক যুবক সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছিল।

ভিডিওটি দাবানলের মতো ভাইরাল হলে সঙ্গে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

রাতেই কমপক্ষে তিনশো জনতা ভিড় করে জেলার মরনৈ থানার সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তাঁদের দাবি, অনতিবিলম্বে এই 'মিয়াঁ' অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

এদিকে গতকাল সোমবার রাত ১১:৫৯টায় রাজ্যের পুলিশ-প্রধান জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং (জিপি সিং) তাঁর এক্স হ্যান্ডলে অভিযুক্তকে গোয়ালপাড়া পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জনসাধারণকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এড়াতে নাগরিকদের অনুরোধ করেছে।

জনসাধারণকে পুলিশ আশ্বস্ত করেছে, বিষয়টি কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর কেউ করার সাহস না করে। ঘটনার প্রেক্ষিতে দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ স্থাপন করতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, আশ্বস্ত করেছেন মরনৈ থানার ওসি।

ভারী বৃষ্টিতে জল জমে দুর্বিষহ অবস্থা চেন্নাইয়ে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগেই পূর্বাভাসে জানিয়েছিল, ১৫ ও ১৬ অক্টোবর তামিলনাড়ুতে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই মতো ভারী বৃষ্টিতে ভিজল চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ুর নানা জেলা। মঙ্গলবার ভোররাত থেকে চেন্নাইয়ে এতটাই বৃষ্টি হয়েছে, যে রাস্তায় জল জমে যায়। রাস্তায় জল জমে যাওয়ার ফলে, মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় তামিলনাড়ুর রাজধানীতে। চেন্নাই ছাড়াও তিরুভাল্লুর শহরেও অত্যধিক বৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে তামিলনাড়ুর চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম ও চেঙ্গালপাট্টুরের মঙ্গলবার সমস্ত স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। চেন্নাইয়ের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তামিলনাড়ুর উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনও চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রেটেড কন্টোল অ্যান্ড কমান্ড সেন্টার পরিদর্শন করে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। উদয়নিধি বলেছেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায় চেন্নাইয়ে গড়ে প্রায় ৫ সেমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে শোলিঙ্গানাল্লুর এবং টেইনামপেট এলাকায়, প্রায় ৬ সেন্টিমিটার। চেন্নাইয়ের কোনও এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। ৮টি এলাকায় গাছ পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। চেন্নাইয়ের ২২টি সাবওয়ের মধ্যে দু'টি সাবওয়ে প্লাবিত হয়েছে এবং যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।'

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সংসদীয় কমিটির বৈঠক ফের 'বয়কট', বেরিয়ে এলেন বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেছিল যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে গেলেন বিরোধী দলগুলির বেশ কয়েক জন সাংসদ। সেই তালিকায় রয়েছেন কংগ্রেসের গৌরব গগৈ, এআইএমআইএমের আসাদউদ্দিন ওয়েইসি, আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিং প্রমুখ। তাঁদের অভিযোগ, নীতি নিয়ম মেনে কাজ করছে না কমিটি। এর কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।ওয়াকফ সম্পত্তি দেখভালের জন্য ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন তৈরি হয়। যদিও পরবর্তী কালে এই আইনে ফাঁক রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। তার পরেই এই আইন সংস্কারের দাবি ওঠে।

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪-এ দু'টি প্রস্তাব রয়েছে। এক, ওয়াকফ বোর্ডে মহিলাদের সংযুক্তি, কোনও জমি খতিয়ে দেখার পরেই তা ওয়াকফের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু, মঙ্গলবারও ওয়াকফ বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেন বিরোধী সাংসদরা। শোনা যাচ্ছে, বিজেপি সদস্যের অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে ওয়াকফ বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেছেন বেশ কয়েকজন বিরোধী সাংসদ।

দ্রোহের কার্নিভাল ঠেকাতে ১৬৩ ধারা জারির বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার 'দ্রোহের কার্নিভাল' থেকে অশান্তি ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ। তাই সোমবার বেশ রাতেই রানি রাসমণি ও তার সংলগ্ন এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। এবার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে ইমেইল করলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টর্স। দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা। জরুরি ভিত্তিতে বেঞ্চ বসানোর জন্য আবেদন জানান। সেই আর্জি মঞ্জুরও করেছেন প্রধান বিচারপতি। বিচারপতি রবিকিশন কপূরের বেঞ্চে দুপুরে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার কলকাতায় জোড়া কার্নিভাল রয়েছে। একটি সরকারের। রেড রোডে পুজোর কার্নিভাল। অন্যটি আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে। দ্রোহের কার্নিভাল। সেটিও রেড রোড লাগোয়া রানি রাসমণি রোডে আয়োজনের ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রায় একই সময়ে শুরু হওয়ার কথা দু'টি। পুজোর কার্নিভাল বিকেল সাড়ে চারটের সময়। দ্রোহের কার্নিভালের জন্য বিকেল চারটে থেকে জমায়েত শুরু হওয়ার কথা। যদিও চিকিৎসক সংগঠনের তরফে এক বিবৃতিতে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আইন এবং হাই কোর্টের নির্দেশ মেনেই প্রতিবাদ চলবে। সরকার দ্রোহের কার্নিভাল প্রত্যাহার করতে বলায় সংগঠন যে হতাশ, সে কথাও জানানো হয়েছিল বিবৃতিতে।

ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি বিজেপি-র

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং মিসাইল ম্যান ডঃ এপিজে আব্দুল কালামকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, তাঁর উদ্ভাবন এবং জাতি গঠনে তাঁর অনন্য অবদান আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে।

উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমের ধনুশকোডিতে ১৫ অক্টোবর, ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম।

বিশ্বকে সঙ্ঘাত থেকে বের করে সংযুক্ত করার কাজে নিয়োজিত ভারত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): বিশ্বকে সঙ্ঘাত থেকে বের করে সংযুক্ত করার কাজে নিয়োজিত ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী দাবি করেছেন, ভারত এখন গুণমানসম্পন্ন সেবায় অনেক বেশি মনোনিবেশ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন-আইটিইউ এবং ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলির উদ্বোধন করেছেন। একই সঙ্গে তিনি সূচনা করেন অষ্টম ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ২০২৪-এর।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছেন, 'ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসে দেশ এবং বিশ্বের আপনাদের সবাইকে অনেক অভিনন্দন। আপনারা ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলির জন্য প্রথম বার ভারতকে বেছে নিয়েছেন, এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মোবাইল ও টেলিকম যাত্রা সমগ্র বিশ্বের জন্য অধ্যয়নের বিষয়। বিশ্বে মোবাইল এবং টেলিকমকে একটি সুবিধা হিসাবে দেখা হয়েছিল, কিন্তু ভারতের মডেল কিছু আলাদা ছিল। ভারতে আমরা টেলিকমকে শুধুমাত্র কানেকটিভিটি নয়, বরং সমদর্শিতা এবং সুযোগের মাধ্যম করেছি।'

ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী সুখুর

সিমলা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং "মিসাইল ম্যান" ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালামকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিন্তাভাবনা এবং কাজের কথা স্মরণ করেন এবং বলেন যে, ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অমূল্য। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ডঃ কালাম দেশের পারমাণবিক শক্তিতে এক অতুলনীয় অবদান রেখেছিলেন, যার জন্য দেশবাসীরা সর্বদা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক জীবনযাত্রা এবং বৈজ্ঞানিক সাফল্য তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।'

দ্বিতীয় বর্ষে 'মেঘবালিকা'-র পুজো, ভূষিত শারদ সম্মানে

বারুইপুর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতার উপকণ্ঠে বারুইপুরের ইডেন মেঘবালিকা আবাসনে আয়োজিত হয়ে গেল দ্বিতীয় বর্ষের দুর্গোৎসবের। শারদোৎসব উপলক্ষ্যে এখানে আয়োজন করা হয়েছিল মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। জানা গেছে, এসএসবি"র শারদ সম্মানে ভূষিত হয়েছে মেঘবালিকা-র পুজো।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুরো মেঘবালিকা প্রাঙ্গণ ছিল আনন্দমুখর। একদিকে যেমন শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়, তেমনই প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে মেঘবালিকা-র বাসিন্দারা গান, নাচ, নাটক পরিবেশন করেন।

আলোর রোশনাই, ঢাকের বাদ্যি এক অন্য মাত্রা নিয়ে এসেছিল মেঘবালিকা-য়।

দশমীতে দেবী বরণ ও প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় মেঘবালিকা-র শারদোৎসব। পুজোর দিনগুলোয় মেঘবালিকা-য় বিরাজমান ছিল এক আনন্দমুখরিত ভক্তিমূলক পরিবেশ।

মেঘবালিকা উৎসব কমিটির সেক্রেটারি সুব্রত সেন বলেন, এই বছর এসএসবি"র শারদ সম্মানে ভূষিত হয়েছে মেঘবালিকার পূজা। এই শারদ সম্মান প্রাপ্তি আগামী বছর আরও জমকালো ও ভক্তিসহকারে পুজো আয়োজনে তাঁদের অনুপ্রাণিত করবে বলে জানান তিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মনমেজাজ ভাল রাখতেও তাড়াতাড়ি দিন শুরু করা জরুরি

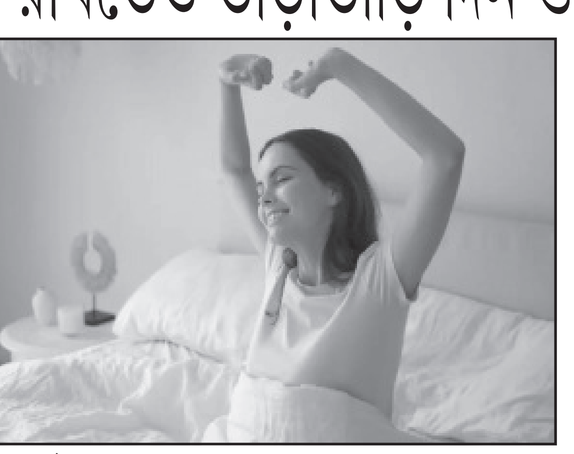

দশ বছর টানা "মর্নিং স্কুল" করেও ভোরে ওঠার অভ্যাস হয়নি। সকালে কোথাও যেতে হলে সারা রাত জেগে থাকতে হয়। না হলে কোনও দিন সময়ে পৌঁছতে পারেন না। বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকার ফল যে খুব ভাল নয়, তা জানেন। মধ্যবয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই নানা রকম রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করবে। মনমেজাজ ভাল রাখতেও তাড়াতাড়ি দিন শুরু করা জরুরি। আসলে আমাদের শরীর নির্দিষ্ট একটি ঘড়ি মেনে চলে। "সার্কাডিয়ান ক্লক" অনুযায়ী, যে সময় থেকে শরীর নামক "যন্ত্রটি" শারীরবৃত্তীয় কাজ করতে শুরু করে, সেই সময়েই ঘুম থেকে উঠে পড়া উচিত। সকালে তাড়াতাড়ি উঠবেন কিন্তু ঘুমে ঘাটতি হলে চলবে না। তাই নিয়ম মেনে ঘুমিয়েও পড়া উচিত। না হলে ছন্দপতন হতেই পারে। আর কোন কোন কারণে সকালে ওঠার অভ্যাস করতে হবে? ১) কর্মদক্ষতা বেড়ে যায়,একা হাতে সব দিক সামলাতে গেলে আগে থেকে কিছু পরিকল্পনা করে রাখা জরুরি। তার জন্য যে সময় প্রয়োজন তা নেই। ঘুম থেকে উঠতে যদি রোজই দেরি হয়ে যায় তা হলে কখন কী করবেন, তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তাই সকালে উঠতে পারলে হাতে একটু বেশি সময় পাওয়া যায়। ২) মনমেজাজ ভাল থাকে, মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সকাল সকাল দিন শুরু করতে বলেন মনোবিদেরা। সকালে আশপাশের পরিবেশ শান্ত থাকে। ফলে মনকে যদি বশে রাখতে চান, ধ্যান বা মেডিটেশন অভ্যাস করার জন্য এই সময়টিই উত্তম। ৩) নিজের জন্য সময়, কাজ, দায়দায়িত্ব সামলে দিনের বেশ খানিকটা সময় নিজের জন্য রাখতে হয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার বেশির ভাগটাই তো কাজেকর্মে কেটে যায়। বাকি সময় থেকে নিজের জন্য আলাদা করে সময় বার করতে গেলে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠতেই হবে।, ৪) শরীরচর্চা করার সময়

অনেকেই মনে করেন শরীরচর্চা করার নির্দিষ্ট কোনও সময় হয় না। কাজের মাঝে একটু সময় পেলেই কসরত করে ফেলা যায়। তবে মতান্তরও রয়েছে। শরীরচর্চার সুফল পেতে গেলে সকাল সকাল গা ঘামানোই ভাল। ৫) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সকালের রোদ গায়ে মাখতে পারলে শরীরে স্বাভাবিক ভাবেই ভিটামিন ডি তৈরি হয়। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও সকালে উঠতে হবে।

পাঁচ নিয়ম মাথায় রেখে চললে বাড়িতেই হবে দোকানের মতো তুলতুলে কেক

শীতের মরসুম মানেই বাড়িতে বাড়িতে কেক বানানোর প্রস্তুতি শুরু। কারও পছন্দ ফ্রুট কেক, কেউ আবার পছন্দ করেন ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক। তবে বাড়িতে বানানো কেক স্বাদে ভাল হলেও দোকানের মতো নরম তুলতুলে হয় না অনেক ক্ষেত্রে। কখনও তাপমাত্রায় হেরফের হয়ে যায়, কখনও আবার উপকরণ কমবেশি হয়ে যায়। জেনে নিন, কেক তৈরির সময় কোন ৫ নিয়ম মাথায় রেখে চললে, বাড়িতে বানানো কেকও দোকানের মতো নরম এবং ফোলা হবে।

১) কেক বানানোর সব উপকরণ যাতে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকে, সে দিকে সতর্ক থাকুন। ফ্রিজের ঠান্ডা দুধ কিংবা মাখন দিয়ে কেক বানাতে শুরু করবেন না। এই ভুলেই কেক ফোলে না।

২) বেকিংয়ের ক্ষেত্রে ময়দা, চিনি, মাখনের এবং অন্যান্য উপকরণের পরিমাপ ঠিক রাখা ভীষণ জরুরি। উপকরণের মাত্রা এ দিক ও দিক হয়ে গেলেই দোকানের মতো কেক আর হবে না। বেকিংয়ের শখ থাকলে উপকরণ মাপার জন্য "বেকিং কিট" কিনে নিতে পারেন। আন্দাজ করে নয়, রেসিপি ঠিক করে জেনে নিয়ে তবেই কেক বানান।

৩) কেক, কুকি কিংবা মাফিন বানানোর সময় এক চিমটে নুন ব্যবহার করুন। এতে স্বাদ বাড়বে। ময়দা-সহ সব শুকনো উপকরণ চালুনিতে ছেঁকে তবেই ব্যবহার করুন।

৪) চিনি আর মাখনকে যত বেশি সম্ভব নাড়িয়ে একেবারে মোলায়েম মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এই পদ্ধতিকে "ক্রিমিং" বলে। ক্রিমিং ভাল হলে তবেই কেক নরম হবে। ময়দা মেশানোর সময় খুব বেশি ফেটানোর প্রয়োজন নেই। আলতো হাতে কেবল মিশ্রণের সঙ্গে ময়দা ভাল করে মিশিয়ে নিলেই হবে।

৫) বেকিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অভেনটি "প্রি হিট" করা। অনেকেই প্রেশার কুকারে কেক তৈরি করেন। সে ক্ষেত্রেও কুকারটি গরম করে নিতে ভুলবেন না।

ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ

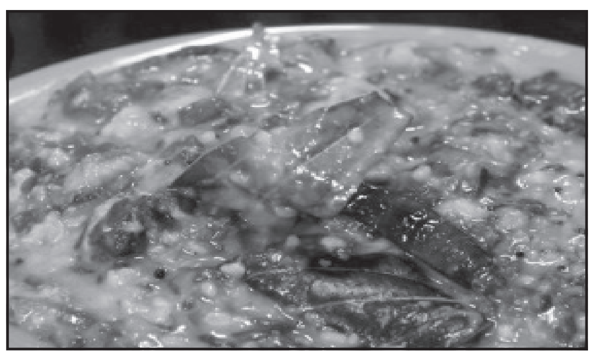

পুজোর পর থেকেই জোরকদমে শরীরচর্চা করতে শুরু করেছেন। মাসখানেক যেতে না যেতেই আবার বিয়ের মরসুম শুরু। এই সব কিছুর মাঝে ওজন ঝরানো বেশ মুশকিল হয়ে পড়েছে। ওজন ঝরাতে প্রোটিনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যাঁরা মাছ, মাংস বা ডিম খেতে পছন্দ করেন না, তাঁরা কী খাবেন? তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এ ক্ষেত্রে পালং শাক দিয়ে তৈরি ডাল কিন্তু অসাধারণ একটি বিকল্প হতে পারে।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উত হল ডাল। ভাতের সঙ্গে ডাল কম-বেশি সকলেই খেয়ে থাকেন। সঙ্গে শুধু যোগ করতে হবে পালং শাক।

কী ভাবে তৈরি করবেন এই পালং-ডাল?

উপকরণ

অড়হর ডাল: ১ কাপ
মুগ ডাল: আধ কাপ
পালং শাক: ২ কাপ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
রসুন কুচি: ২ টেবিল চামচ
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
কাঁচালঙ্কা কুচি: ২-৩টি
আদা কুচি: ১ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
হিং পাউডার: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ
গোটা জিরে: আধ চা চামচ
শুকনো লঙ্কা: ১টি
তেজপাতা: ১টি

প্রণালী

১) ডাল ধুয়ে ঘণ্টা দুয়েক ভিজিয়ে রাখুন। তার পর প্রেশার কুকারে সামান্য তেল এবং নুন দিয়ে তা সেদ্ধ করে নিন।

২) এ বার কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। তার মধ্যে ফোড়ন হিসেবে দিয়ে দিন গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা।

৩) এ বার দিয়ে দিন পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন কুচি। ভাল করে ভাজা হয়ে গেলে টোম্যাটো, লঙ্কা কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন।

৪) এর পর সমস্ত গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিন। ভাল করে নাড়াচাড়া করে একেবারে শেষে দিয়ে দিন পালং শাক।

৫) এ বার সেদ্ধ করা ডাল দিয়ে দিন। ভাল করে ফুটিয়ে নুন এবং সামান্য চিনি দিয়ে দিন।

৬) চাইলে নামানোর আগে উপর থেকে সামান্য ঘি ছড়িয়ে নিতে পারেন।

৭) স্বাদের জন্য অনেকেই উপর থেকে ভাজা পেঁয়াজ-রসুনও ছড়িয়ে দেন।

লুচি খাওয়ার পর জল খেলেই তো বিপদ

রাতে বিয়েবাড়ি আছে বলে সকাল থেকে বেশি কিছু খাননি। খিদে পেটে বুফের টেবিলে মটন বিরিয়ানি দেখে আর লোভ সামলাতে পারেননি। অনেকটা খেয়ে ফেলেছেন। খাওয়ার পরেই গলা শুকিয়ে কাঠ। অনেকটা পরিমাণে জল খেয়ে তো ফেললেন। এ বার সমস্যা হল, জল খাওয়ার পর থেকেই বমি পাচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। কিন্তু খাবার খাওয়ার পর জল খেলে তো হজম ভাল হয়!

তা হলে ফ্রিশ ফ্রাই, মটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ খাওয়ার পর পুরো বিষয়টা উল্টে গেল কেন? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ঠান্ডা বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকা জল, অতিরিক্ত তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার সহজে ভাঙতে পারে না। উল্টে পেটের অস্বস্তি বেড়ে যায়। এমন সময়ে কোন ধরনের পানীয় খাওয়া উচিত? ১) ঈষদুষ্ণ জল তেলে ভাজা খাবার খাওয়ার পর জল তেষ্টা পেলে সাধারণ তাপমাত্রার জল খেতে বারণ করেন অনেকেই। এই সময়ে ঈষদুষ্ণ জল খেলে তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার হজম করার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। পরিপাকতন্ত্রের পেশিগুলিকে সাবলীল রাখতেও সাহায্য করে ঈষদুষ্ণ জল। পাকস্থলীর রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে হালকা গরম জল।

২) স্যুপ খুব জলতেষ্টা পেলে বিভিন্ন সব্জি দিয়ে তৈরি স্যুপ খাওয়াই যায়। বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজে ঠাসা এই স্যুপ শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। পরিমাণে একটু বেশি বিরিয়ানি খেয়ে ফেললে, তা হজমে বা পেটফাঁপার সমস্যাতেও দারুণ কাজ করে স্যুপ।

৩) প্রোবায়োটিক ড্রিঙ্ক অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে প্রোবায়েটিক খাবার বা পানীয় খেতে বলা হয়। ভাজা, অতিরিক্ত তেলমশলা দেওয়া খাবার খেলে এই ধরনের পানীয় খাবার হজম করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

৪) মৌরি ভেজানো জল

বেগুনি, আলুর চপ বা পেঁয়াজি খাওয়ার পর পেটে অস্বস্তি হলে মৌরি ভেজানো জল খেতে পারেন। অনেকে আবার এই পানীয়টি হালকা গরম করে খেতেও পছন্দ করেন।

৫) গ্রিন টি

গ্রিন টি-র মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। খাবার হজমে সহায়ক উতেচকগুলির উতাদন এবং ক্ষরণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই উপাদানটি। চর্বিজাতীয় খাবার সহজে ফজম করতে গ্রিন টি-র জুড়ি মেলা ভার।

শুধু দামি প্রসাধনী নয়, ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে খেতে হবে এই ধরনের চা

সকালে উঠে চায়ের কাপে চুমুক না দিলে চলে না। ঘুম ভাঙে না চায়ের গন্ধ না পেলে। ছুটির দিনে বন্ধুদের আড্ডায় কিংবা অফিসে কাজের মাঝে কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। তবে ত্বকচর্চায় চায়ের ব্যবহার কিন্তু বহু পুরনো। চিনে রোগের চিকিতায়, রূপচর্চায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন রকম চা খাওয়ার চল রয়েছে।

বাইরে থেকে ত্বকের যত্ন নিলেই যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা বিশ্বাস করেন না চিনারা। বিভিন্ন সূত্রে চিনের সেই চায়ের দাওয়াই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে আয়ুর্বেদ বলছে, শুধু চা পাতা নয়, রান্নায় ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি মশলারও ভূমিকা রয়েছে এতে।

কী ভাবে তৈরি করতে হয় এই ধরনের চা?

একটি পাত্রে চায়ের জন্য জল ফুটতে দিন। জল গরম হলে তার মধ্যে গ্রিন টি দিয়ে দিন। এ বার দিয়ে দিন এক চিমটে হলুদ। সামান্য একটু আদা থেঁতো করে দিয়ে দিন চায়ের মধ্যে। আঁচ একেবারে কমিয়ে এক চিমটে দারচিনি, সামান্য ছোট এলাচের গুঁড়ো, বেশ কয়েকটি গোলমরিচ, মৌরি এবং কয়েকটি লবঙ্গ দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তার পর ছেঁকে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। যাঁরা দুধ চা খেতে পছন্দ করেন, তাঁরা এর মধ্যে দুধও মেশাতে পারেন। খাওয়ার আগে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন।

পাঁচ উপায়: খরচ করে ড্রাই ফ্রুট না কিনে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন

শীত পড়তেই বাজারে শুকনো ফলের রমরমা। কাজুবাদাম, কিশমিশ, কালো আঙুর, খোবানি, ডুমুর, কিউই, পিচ থেকে শুরু করে কত কী যে পাওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। শীতকালে ড্রাই ফ্রুট কেনার চল একটু বেশিই চোখে পড়ে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি জুড়ে চলে কেকের সিজন। ক্রিসমাস কেক, প্লাম কেক, রিচ ফ্রুট কেক সবেতেই শুকনো ফল দেওয়ার রেওয়াজ। তবে এই সমস্ত ফল খেতে ভাল হলেও এদের দাম বিপুল। তাই ইচ্ছে থাকলেও সকলের পক্ষে সেই সব ফল কেনা সম্ভব হয় না। তাই বলে ড্রাই ফ্রুট খাওয়া বন্ধ থাকবে? একদম না। বাজার থেকে টাটকা ফল কিনে সহজেই বাড়িতে তৈরি করে ফেলা যায় ড্রাই ফ্রুট।

১) টাটকা ফল বাছতে হবে

ড্রাই ফ্রুট তৈরি করার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল বাজার থেকে বেছে ভাল মানের, পাকা ফল কেনা। ফলের মান যত ভাল হবে, ড্রাই ফ্রুট খেতে তত ভাল হবে। বাজার থেকে কেনা ফল ধুয়ে, খোসা ছাড়িয়ে, বীজ ফেলে দিয়ে, সমান ভাবে কেটে নিতে হবে।

২) যেন খয়েরি দাগ না হয়

বাজার থেকে কেনা ফল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুকনো করা যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। কাটা ফল অনেক সময়ে কালচে বা লালচে হয়ে যায়। যাতে তেমনটা না হয়, তার জন্য কাটা ফলে লেবুর রস মাখিয়ে রাখতে পারেন। অনেকে গুঁড়ো চিনিও ছড়িয়ে রাখেন।

৩) শুকিয়ে নিতে হবে

কাটা ফল শুকোনোর জন্য বেশ কিছু দিন কড়া রোদে রেখে দিতে হবে। কিন্তু কাটা ফলে মাছি বসলে, তাতে পচন ধরতে পারে। তাই পরিষ্কার একটি ট্রে-তে কাটা ফল সাজিয়ে, তার উপর পাতলা কোনও কাপড় চাপা দিয়ে রাখতে পারেন।

৪) অভেনে শুকোনোর পালা

কাটা ফল বেশ কিছু দিন রোদে রাখলে, প্রাথমিক ভাবে রস শুকিয়ে যায়। তার পর বেকিং ট্রে-তে পার্চমেন্ট কাগজ বা বেকিং শিটের উপর ফলগুলি সাজিয়ে, একেবারে অল্প তাপমাত্রায় অভেনে রোস্ট করে নিন। ফলগুলি যাতে পুড়ে না যায়, তাই মাঝে মধ্যে অভেন খুলে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। তবে রোস্ট করার সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ফলগুলি থেকে রস টেনে গেলেও তা একেবারে শুকনো খটখটে না হয়ে পড়ে। ফলের গায়ে যাতে রস লেগে না থাকে, সে দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।

৫) সংরক্ষণ

শুকনো ফল রাখার জন্য পরিষ্কার বায়ুরোধী শিশি প্রয়োজন। কারণ, হাওয়া-বাতাস লাগলে শুকিয়ে নেওয়া ফলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার অনেকেই সিল করা প্লাস্টিক প্যাকেটের মধ্যে সেই সব ফল রাখেন, যাতে তা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

রোজকার কোন অভ্যাসে বদল আনলে চুল পড়ার সমস্যা কমবে?

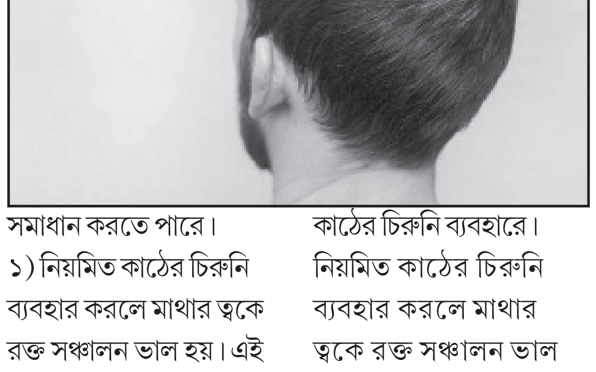

চুল ভাল রাখতে তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার সব বদলে ফেলেছেন। রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী নয়, ভেষজ প্রসাধনী ব্যবহার করছেন, তবুও চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ কিছুতেই বশে আনতে পারছেন না? চুল আঁচড়ালেই মুঠো মুঠো চুল উঠে আসছে। সমস্যা কিন্তু লুকিয়ে থাকতে পারে চিরুনিতেই। প্লাস্টিকের তৈরি চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে কিন্তু চুল বেশি ওঠে। প্লাস্টিকের চিরুনির বদলে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন। জেনে নিন, এই ছোট বদল কী ভাবে চুলের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে।

১) নিয়মিত কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। এই কারণে চুলের গোড়ায় পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছয়। মাথার ত্বক থেকে যে সেবাম বেরোয়, তা ত্বকের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সহজ হয় কাঠের চিরুনি ব্যবহারে। নিয়মিত কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়।

২) চুলের যত সমস্যার মূল মাথার তালু। কারণ, খুশকি বা মৃত কোষ সবই জমে সেখানেই। প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময়ে সেগুলির সঙ্গে প্রচুর চুলও উঠে আসতে থাকে। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে খুশকির সমস্যা দূর হয়।

৩) জট পড়া চুলে চিরুনি চালালে বেশি চুল ঝরে। বিশেষ করে প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহার করলে তাতে স্থিরতড়িতউতন্ন হয়। এই কারণে চুল ছিঁড়ে ঝরে পড়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এমন সমস্যা হয় না। চুল পড়া রুখতে তাই কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন।

শীত পড়তেই গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা বেড়েছে?

রাতের দিকে শীতের আমেজ টের পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। আর শীতের শুরুতেই গলা খুসখুস, ঢোক গিলতে সমস্যা, কথা বলতে গেলেই গলায় অস্বস্তি এই সব উপসর্গ দেখা দিচ্ছে ঘরে ঘরে। গরম জলে নুন দিয়ে গার্গল করেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না। শীতে সর্দি-কাশির প্রকোপ ঠেকাতে ভরসা রাখুন আদার উপর। আদা রোদে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে নিলেই তৈরি করা যায় শুঁঠ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি করতে এই শুকনো আদা ব্যবহারের নিদান দেয়। ঠান্ডায় গা গরম রাখতে পারে শুঁঠ। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট-এ ভরপুর শুঁঠ, "ট্রিপসিন" এবং "লাইপেজ" নামক দুটি উতেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। এই দু'টি উতেচক প্রোটিন এবং ফ্যাট ভাঙতে সাহায্য করে, ফলে হজমশক্তি বাড়িয়ে শরীরকে চাঙ্গা রাখে।

এ ছাড়া আর কী কী কাজে লাগে শুঁঠ বা শুকনো আদা?

১) বদহজমের সমস্যা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না? কিছু খেলেই গলা-বুক জ্বালা করতে শুরু করে? এই সমস্যার সমাধানেও শুকনো আদা কাজে আসতে পারে।

২) মাইগ্রেনের যন্ত্রণা নিরাময়েও কাজ আসে শুঁঠ। ৩) শীতের মরসুমে জ্বর, সর্দি-কাশি লেগেই থাকে ঘরে ঘরে। এই মরসুমের ছোঁয়াচে সর্দি-কাশি থেকে মুক্তি পেতে গুড় দিয়ে শুঁঠ খেতে পারেন। ৪) মেদ ঝরাতে রোজ সকালে উষ্ণ জলে লেবু, মধু দিয়ে খাচ্ছেন? এর সঙ্গে যদি একটু শুঁঠ মিশিয়ে নিতে পরেন, আরও ভাল কাজ হবে। ওজন ঝরবে দ্রুত।

৫) ঠান্ডায় বয়স্ক মানুষদের হাত-পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়। এই সমস্যা দূর করতে রোজ নিয়ম করে শুকনো আদা খেতে পারেন। কী ভাবে খেলে উপকার পাবেন? ১) রাতে ঘুমোনোর আগে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। ২) সকালে খালিপেটে ঈষদুষ্ণ জলে ঘি, মধু আর শুকনো আদা মিশিয়ে খেতে পারেন। ৩) চায়ে মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে।

দুর্গোৎসবের দশমীর পর মঙ্গলবার আগরতলায় দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জলে দূষণের পরিসংখ্যান করা হয়।

বুধবার দুদিনের সফরে মেঘালয় আসছেন উপরাষ্ট্রপতি, ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি শিলং পুলিশের

শিলং, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : আগামীকাল বুধবার দুদিনের (১৬ এবং ১৭ অক্টোবর) সফরসূচি নিয়ে মেঘালয় আসছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। উপরাষ্ট্রপতির সফরের পরিপ্রেক্ষিতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যাতায়াত এবং সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে শিলং ট্রাফিক পুলিশ জারি করেছে পথ নির্দেশনা।

বিনা প্রয়োজন কিংবা জরুরি কাজ ছাড়া জনতাকে শিলং এবং আশপাশ এলাকায় ভ্রমণ এড়াতে বলেছেন ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ। নির্দেশিকায় ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ আরও বলেছেন, অত্যাবশ্যক পণ্যবাহী যানবাহন, গ্যাস সিলিন্ডার পরিবাহী যানবাহন, তেলের ট্যাংকার, এফসিআই ট্রাক, স্থানীয় মিনি ট্রাক সহ সমস্ত ধরনের ভারী এবং মাঝারি মোটর যানকে ১৬ এবং ১৭ অক্টোবর শিলং এবং সোহরার দিকে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না।

ট্রাফিক পুলিশ ১৬ অক্টোবরের ট্র্যাফিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করে বলেছে, (১) ওয়াই.ডব্লিউ.সি.এ গুরুদোয়ারা জংশন থেকে রাজভবনে যাওয়ার পথে আকাশবাণী জংশনে যানবাহনগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এই নির্দশিকা বিকাল পাঁচটা থেকে প্রোগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(২) ওয়াই.ডব্লিউ.সি.এ থেকে গুরুদোয়ারা জংশন : যানবাহনগুলিকে আকাশবাণী জংশনে ডাইভার্ট করা হবে। আইজিপি পয়েন্টের দিকে যাতায়াতকারী সব যানবাহনের জন্য এই নির্দশিকা বিকাল পাঁচটা থেকে অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।(৩) গল্ফলিংক/পাইনথরবাহবিডিডব্লিউ স্কুল লাইলাদ নোংমেনসং : যানবাহনগুলিকে পাইস্থর বাজার-জেএন স্টেডিয়ামের পিছনে-ওয়াহুমখরাহ ব্রিজের পিছনে বেলা ২:৩০টার পর ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

(৪) নংমেনসং বাজারের দিকে ইশইরওয়াট মোড় : বেলা ২:৩০ থেকে বিএসএফ মাওপাট/উমপ্লিং রোডের দিকে যানবাহনগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।(৫) শিলং কমার্স কলেজ বিকে বাজোরিয়া জংশন ব্রিজ : যানবাহনগুলিকে শিলং কমার্স কলেজ জংশনে, ডন বসকো স্কোয়ার/গুরুদোয়রে দিকে বেলা ২:৩০ টার পর ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। (৬) এমইএস জংশন, নংরিম হিলস ডিএডি জংশন (ডেমসিনিয়ং) : যানবাহনগুলিকে নোংরিম পেট্রোল পাম্প/এমইএস জংশন নোংরিম হিলস/গোরালেনের দিকে বেলা ২:৩০ থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এবং(৭) বিকে বাজোরিয়া ফোর্থ ফারলং জংশনে শিলং কমার্স কলেজের দিকে যানবাহনগুলিকে বেলা ২:৩০ থেকে ডাইভার্ট করা হবে।

ইভিএম ১০০ শতাংশ পরীক্ষিত ও নির্ভুল : রাজীব কুমার

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ইভিএম-এর পক্ষ ফের সওয়াল করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে তিনি বলেছেন, ইভিএম ১০০ শতাংশ পরীক্ষিত ও নির্ভুল। বিরোধীরা একাধিকবার ইভিএম-এ কারচুপির অভিযোগ এনেছেন, সেই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার পুনর্ব্যক্ত করেছেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ১০০ শতাংশ নির্ভুল।দিল্লিতে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, নির্বাচনের সময় ভোটদানে অংশ নিয়ে জনসাধারণ ইভিএম নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। উল্লেখ্য, কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে সাম্প্রতিক পরাজয়ের পরে, কংগ্রেসের একাধিক নেতা আবারও ইভিএম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

পঞ্জাবের জন্য বড় দিন, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিয়ে মন্তব্য কৃষিমন্ত্রী গুরমীতের

লাম্বি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): পঞ্জাবে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী গুরমীত সিং খুদ্দিয়ান। মঙ্গলবার সকালে পঞ্জাবের লাম্বির খুদিয়া গ্রামে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী গুরমীত সিং খুদ্দিয়ান। নিজে ভোট দিয়েছেন এবং অন্যদেরও গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।ভোট দেওয়ার পর পঞ্জাবের কৃষিমন্ত্রী গুরমীত সিং খুদ্দিয়ান বলেছেন, 'এটি পাঞ্জাবের জন্য একটি বড় দিন। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার অধীনে, গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রতিনিধিদের বেছে নেন। আমি পঞ্জাবের জনগণকে সবসময় ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য আবেদন করছি।'

নির্বাচন স্থগিত করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): পঞ্জাবের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন স্থগিত করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, এমনটাই পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। এই অভিমত পোষণ করে পঞ্চায়েত নির্বাচন স্থগিত করতে অস্বীকার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকেই পঞ্জাবে শুরু হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন।এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, "ভোট শুরু হয়েছে, ধরুন আমরা স্থগিত করলাম, তাতে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। নির্বাচন পরিচালনা স্থগিত করা গুরুতর বিষয়।আগামীকাল কেউ এভাবেই সংসদ নির্বাচনও স্থগিত করতে চাইবে। আমরা (মামলা) তালিকাভুক্ত করব, তবে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেব না।'

চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি নিয়ে কৌতুহল নানা মহলে

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার ষষ্ঠ শুনানি মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে। দুপুরেই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চে মামলাটি উঠবে। শুনানি নিয়ে কৌতুহল রয়েছে নানা মহলে।

কোন কোন বিষয় নিয়ে আজ শীর্ষ আদালতে সওয়াল-জবাব হতে চলেছে, তা আলোচনা সাপেক্ষ। মনে করা হচ্ছে, নতুন করে জুনিয়র ডাক্তারদের অনশনের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করতে পারেন চিকিৎসকদের আইনজীবীরা। নজর থাকবে সিবিআইয়ের পঞ্চম স্টেটাস রিপোর্টেও। সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা কী নিয়ে সওয়াল করবেন, তাও আলোচ্য।

এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর আর জি কর মামলার শুনানি হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতি তুলে কাজে ফিরেছেন ঠিকই, তবে প্রতিবাদ জারি রাখতে এবং দশ দফা দাবিপূরণে সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে তাঁদের একাংশ আমরণ অনশন শুরু করেছে। মঙ্গলবার তা একাদশ দিনে পড়ল। কলকাতার ধর্মতলা এবং শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের সামনে চলছে জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন।

এই কঠোর কর্মসূচি করতে গিয়ে একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৫ জন ডাক্তার। তাঁরা হাসপাতালে ভর্তি। এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হতে পারে আজকের শুনানিতে। সেক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত কি অনশন প্রত্যাহারের নির্দেশ দেবে? সেদিকে তাকিয়ে সবমহল।

চন্ডীগড় ও যোধপুরেও অনশনে চিকিৎসকরা, কলকাতার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

চন্ডীগড় ও জয়পুর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ডাক্তাররাও। আর জি করের নির্যাতিতার সুবিচার ও ১০ দফা দাবিতে কলকাতার ধর্মতলায় আমরণ অনশনে বসেছেন পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তাররা। তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে এবার চন্ডীগড় ও যোধপুরেও অনশনে বসলেন চিকিৎসকরা। পিজিআই চণ্ডীগড়ের রেসিডেন্ট চিকিৎসকরা কলকাতার চিকিৎসকদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে অনশনের ঘোষণা করেছেন।

অনশনে বসা একজন ডাক্তার মঙ্গলবার বলেছেন, 'কলকাতার পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। অনশনের ২০০ ঘণ্টার বেশি সময় হয়ে গিয়েছে, সরকার কেন সাড়া দিচ্ছে না? তারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছে? তারা কি আরও খারাপ কিছু ঘটতে দিতে চান?'যোধপুরের চিকিৎসকরাও কলকাতার ডাক্তারদের সমর্থনে ১২ ঘণ্টার অনশন শুরু করেছেন। মেডিকেল কলেজ প্রশাসন উচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে, স্থানীয় হাসপাতালগুলি পর্যবেক্ষণ করছে এবং বিঘ্নের কারণে বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ডাঃ সিদ্ধার্থ লোধা বলেছেন, 'আমাদের কাজ প্রতিবাদ করা নয়, কিন্তু যখন প্রশাসন, রাজনীতিবিদ বা জনসাধারণ আমাদের কথা শোনেন না, তখন আমাদের আওয়াজ তোলার অধিকার আছে। তাই আমরা নিজেদের কথা শোনানোর জন্য এই প্রতিবাদে নেমেছি, আমরা চাই আমাদের কর্মক্ষেত্র নিরাপদ হোক, বিশেষ করে আমাদের মহিলা কর্মীদের জন্য।'

যান্ত্রিক গোলযোগে থমকে গেল মেট্রো, প্রায় দেড় ঘণ্টা পর স্বাভাবিক পরিষেবা

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ফের থমকে গেল কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো। মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরীশ পার্ক স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়।

এর ফলে অফিসের ব্যস্ত সময়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে যাত্রীদের। তবে, গিরীশ পার্ক থেকে কবি সুভাষ স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করেছে।

মঙ্গলবার সকালে মেট্রোর তরফে বিভিন্ন স্টেশনে ঘোষণা করা হয়, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরীশ পার্ক পর্যন্ত পরিষেবা আপাতত বন্ধ রয়েছে। কখন মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, সেই বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, দমদম এবং নোয়াপাড়া স্টেশনের মাঝে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ না থাকার কারণেই মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, সকাল সাড়ে ১০টার একটু আগে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরীশ পার্ক স্টেশনের মাঝে মেট্রো পরিষেবা ফের চালু হয়।

অসুস্থ একাধিক ডাক্তার, তবুও ধর্মতলা ও শিলিগুড়িতে চলছে আমরণ অনশন

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): আমরণ অনশন-এ বসে থাকা একাধিক জুনিয়র ডাক্তার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সোমবার রাতে তনয়া পাঁজাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাঁকে আবার ফেরানো হয় উত্তরবঙ্গের অনশনমঞ্চে। এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচ জন জুনিয়র ডাক্তার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি (কলকাতায় চার জন, উত্তরবঙ্গে এক জন)। ধর্মতলা ও শিলিগুড়ি মিলিয়ে মোট সাত জন জুনিয়র ডাক্তার এখনও 'আমরণ অনশন'-এ। মঙ্গলবার জুনিয়র ডাক্তারদের 'আমরণ অনশন' কর্মসূচির একাদশতম দিন। ১০ দফা দাবিতে এখনও অনড় তাঁরা। দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা অনশন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন ডাক্তাররা।

যান্ত্রিক গোলযোগ, ফের থমকে গেল কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ফের থমকে গেল কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো। মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরীশ পার্ক স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে অফিসের ব্যস্ত সময়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে যাত্রীদের। তবে, গিরীশ পার্ক থেকে কবি সুভাষ স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করেছে মঙ্গলবার সকালে মেট্রোর তরফে বিভিন্ন স্টেশনে ঘোষণা করা হয়, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরীশ পার্ক পর্যন্ত পরিষেবা আপাতত বন্ধ রয়েছে। কখন মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, সেই বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, দমদম এবং নোয়াপাড়া স্টেশনের মাঝে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ না থাকার কারণেই মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

লক্ষ্মীপুজোর আগে ফল-সব্জির দরে ছ্যাঁকা, আগুন বাজারে হিমশিম গৃহস্থ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ফুল ও ফলে হাত ছোঁয়ানোর জো নেই। আনাজ আগুন। সরা হোক বা প্রতিমা, তারও দাম চড়া। কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনার প্রস্তুতিতে হাত পুড়ছে সাধারণ গৃহস্থের। মহানগরী থেকে গাঁ-গঞ্জ লক্ষ্মীপুজোর আগে চড়া বাজার সর্বত্রই। কলকাতার বিভিন্ন বাজারে আপেল, নাসপাতি, পানিফল, পেয়ারা সবই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। ফুলের বাজারে পদ্মের দাম চড়া। শুধু শহর কলকাতা নয়, জেলাতেও বাজার অগ্নিমূল্য। বুধবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। তার আগে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও লক্ষ্মীপুজোর জোগাড়ে মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়েছে। অগত্যা, অনেকেই আয়োজনে কাটছাঁট করছেন।

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রধান হলেন এস পরমেশ, গ্রহণ করলেন দায়িত্বভার

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ডিরেক্টর জেনারেল এস পরমেশ মঙ্গলবার ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রাক্কালে ডিরেক্টর জেনারেল এস পরমেশকে গার্ড অব অনারে অভিবাদন জানানো হয়।ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর প্রধান এস পরমেশ বলেছেন, 'আমি ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। এটি একটি সম্মানজনক দায়িত্ব যা আমি আমার সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুযায়ী পালন করতে চাই। আমি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাই।'এস পরমেশ বলেছেন, 'ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর সামগ্রিক বৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য যে তিনটি মূল স্তম্ভের সঙ্গে আমি সমস্ত ফ্রন্টে কোস্ট গার্ডকে অগ্রসর করতে চাই, তা হল প্রবিধানতা, স্বচ্ছতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা। সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং মেরিন পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।'

ডাক্তারদের কার্নিভাল রুখতে তৎপর পুলিশ, কলকাতার ৯টি স্থানে ১৬৩ ধারা জারি

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার মহানগরী কলকাতায় দু'টি কার্নিভাল রয়েছে। একটি রেড রোডে পুজোর কার্নিভাল। দ্বিতীয়টি আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রানি রাসমণি রোডে ডাক্তারদের 'দ্রোহের কার্নিভাল'। দ্বিতীয়টির জন্য কোনও পুলিশি অনুমতি নেই। কলকাতা পুলিশের তরফে রানি রাসমণি রোড এবং আশপাশের কিছু এলাকায় জমায়েত নিষিদ্ধ করতে ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। ডাক্তারদের কার্নিভাল রুখতে বিশেষভাবে তৎপর কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে কলকাতার ৯টি প্রধান স্থানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। এই ৯টি স্থানের মধ্যে রানি রাসমণি রোডও অন্তর্ভুক্ত। তবে সোমবার রাতেই জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার জানিয়ে দিয়েছেন, "দ্রোহের মানববন্ধন হবে। ধর্মতলা থেকে মানববন্ধন শুরু হবে।"

আরও তিক্ত হচ্ছে ভারত-কানাডা সম্পর্ক, এবার কাঠগড়ায় তুললেন স্বয়ং ট্রুডো

অটোয়া, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): আরও তিক্ত হচ্ছে সর্মক। কানাডা দূতাবাসের ছয় কূটনীতিককে অবিলম্বে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। আগামী শনিবার মধ্য রাতের মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে ওই কূটনীতিকদের। এর মাঝে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ আনলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেছেন, 'কানাডার মাটিতে অপরাধমূলক নানা কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ভারত।' যদিও এই মন্তব্যের সপক্ষে কোনও যুক্তি দিতে পারেননি ট্রুডো। হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনা নিয়ে ফের একবার নয়াদিল্লির দিকেই আঙুল তুলেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, 'গত সপ্তাহের শেষে যখন আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তখন আমি তুলে ধরেছিলাম যে, এই সপ্তাহান্তে সিঙ্গাপুরে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের মধ্যে কতটা অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে। তিনি সেই বৈঠক সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং আমি চাপ দিয়েছিলাম, যাতে বৈঠকটি খুবই গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়।'ট্রুডো বলেছেন, 'আমি গত বছরের ঘটনা জানি এবং আজকের ঘটনাগুলি অনেক কানাডিয়ানকে নাড়িয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে ইন্দো-কানাডিয়ান এবং শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের। আপনাদের মধ্যে অনেকেই রাগান্বিত, বিচলিত, ভীত আমি বুঝতে পেরেছি।

এমনটা হওয়া উচিত নয়। কানাডা-ভারতের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, ব্যবসা এবং বাণিজ্য। কিন্তু আমরা এখন যা দেখছি তা মেনে চলতে পারি না। কানাডা ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণভাবে সম্মান করে এবং আমরা আশা করি ভারত সরকার কানাডার জন্যও তাই করবে।'

৬জি-তে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত, আত্মবিশ্বাসী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ভারত ৫জি-তে বিশ্বের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলেছে, কিন্তু আমরা ৬জি-তে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেব। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত আইটিইউ ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছেন, 'টেলিকম সেক্টর, অনেকটা ভারতের অন্যান্য প্রবৃদ্ধিমূলক ক্ষেত্রের মতো ও উচ্চাভিলাষী। আমাদের অমৃত কাল থেকে শতাব্দী কাল পর্যন্ত আমাদের যাত্রায় এর দৃষ্টিভঙ্গি হল বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া।'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আরও বলেছেন, 'আমাদের ভারত ৬জি অ্যালায়েন্সের সঙ্গে, যেখানে আমরা ৬জি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনে পেটেন্টের অন্তত ১০ শতাংশ অবদান রাখার আশা করি, এটি আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের প্রতিশ্রুতি যে ভারত ৪জি-তে বিশ্বকে অনুসরণ করেছে। আমরা ৫জি-তে বিশ্বের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলেছি, কিন্তু আমরা ৬জি-তে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেব।'উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন-আইটিইউ এবং ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলির উদ্বোধন করেছেন।

একই সঙ্গে তিনি সূচনা করেন অষ্টম ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ২০২৪-এর। ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলি হল আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডিজিটাল প্রযুক্তি সংক্রান্ত এজেন্সির সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ বা প্রমিতকরণ কাজের জন্য দিশা নির্দেশকারী সম্মেলন। এই সম্মেলন প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথমবার ভারত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ৫ জনের, আহত ২০

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশের ফরিদপুরের কানাইপুরের মল্লিকপুরে দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন।

তাঁদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মল্লিকপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ফরিদপুর হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মারুফ হোসেন বলেছেন, ঢাকার আব্দুল্লাপুর থেকে ঝিনাইদহগামী গ্রিন এক্সপ্রেস নামে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে ছেড়ে আসা খাগড়াছড়ি পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহত পাঁচজন খাগড়াছড়ি পরিবহনের যাত্রী ছিলেন। তিনি জানান, আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাঁচিতে শ্রী শ্যাম মন্দিরে শারদ পূর্ণিমা উৎসব পালিত হবে বুধবার

রাঁচি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): শারদ পূর্ণিমার বিশেষ তিথি উপলক্ষ্যে বুধবার ঝাড়খণ্ডের রাঁচির হারমু রোডের শ্রী শ্যাম মন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। শ্রী শ্যাম মিত্র মণ্ডলের কর্মকর্তা বিশ্বনাথ নরসারিয়া মঙ্গলবার জানান, খাটুধামের শ্রী শ্যাম মন্দিরের ঐতিহ্য অনুযায়ী হারমু রোডের শ্রী শ্যাম মন্দিরে শারদীয় পূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে রাত ৯টায়। ভজন-সংকীর্তনও হবে বলে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। নিজস্ব ছবি।

বন্ধ নেট পরিষেবা

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতি হয়েছে মসজিদের। তাঁর মতে, সবাই একত্রে বসে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। তিনি মনে করেন, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ তৈরীর উদ্দেশ্যে পেকুয়াছড়ায় শান্তির পরিবেশ নষ্টের ষড়যন্ত্র হয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তরফ থেকে ৭২ ঘন্টার জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীকে পুলিশ মুখ্য কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। এদিকে, ধলাই জেলার এসপি অভিনাশ রায়কে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৩ ও ২০ নভেম্বর

● প্রথম পাতার পর

১ নভেম্বর। ঝাড়খণ্ডে প্রথম দফার ভোট হবে ১৩ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২০ নভেম্বর। গণনা হবে ২৩ নভেম্বর। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে গেল ঝাড়খণ্ডে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড এই দুই রাজ্যের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা। সাংবাদিক বৈঠক করেন দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাজীব কুমার এবং অন্য দুই নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও ডঃ এস এস সান্ধু। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, নির্বাচন উৎসবে। এতে সকল নাগরিককে শামিল হওয়ার ডাক দিলেন তিনি। প্রচারের সময় আইন যাতে লঙ্ঘন না হয়, সে দিকেও নজর থাকবে।

৬ রোহিঙ্গা আটক

● প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার বিএসএফ এবং সিস্টার এজেন্সিগুলির সাথে একটি যৌথ অভিযানে বিএসএফ সৈন্যরা আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে ১ জন ভারতীয় টাউট সহ ১ বাংলাদেশী নাগরিককে হামসাফর এক্সপ্রেসে চড়ার চেষ্টা করার সময় আটক করে। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আরেকটি অভিযানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিওপি বৈথংবাড়ির বিএসএফ সৈন্যরা সীমান্ত বেড়া দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় ৬ জন রোহিঙ্গা অবৈধ অভিবাসীকে আটক করে।

মন্ত্রী সুজিত বসুর গাড়িতে চড়-থাপ্পড় ডিসি ইন্দিরাকে ঘিরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): কার্নিভালে প্রতিমা প্রদর্শন শেষে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে ফিরছিল লরি। পিছনেই ছিল রাজ্যের মন্ত্রী তথা ক্লাবকর্তা সুজিত বসুর গাড়ি। ধর্মতলায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই সময়ে চলছিল জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকে মানববন্ধন। সুজিতকে গাড়িতে দেখেই ক্ষোভ উগরে দেয় মানববন্ধনে দাঁড়ানো জনতা। একসঙ্গে কয়েকশো লোককে ধেয়ে যেতে দেখা যায় গাড়ির দিকে। সুজিতের অভিযোগ, তাঁর গাড়িতে বোতলও ছোড়া হয়েছে। ওই ঘটনা নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ধর্মতলা মোড়ে। তবে সুজিতের গাড়ি থামেনি। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে গাড়ি নিয়ে সোজা এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি। চলন্ত গাড়িরই পিছনের অংশে চড়-থাপ্পড় মারেন কেউ কেউ।সুজিত বলেন, "গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করার অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু এটা কী ধরনের অসভ্যতা! গাড়িতে আক্রমণ করবে?" সুজিত আরও বলেন, "ওদের থেকে আমাদের পুজোর লোক অনেক বেশি ছিল। ওখানে যদি পাল্টা হত, তা হলে কি ভাল হত!

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গানে, স্লোগানে মেতে ওঠে "দ্রোহের কার্নিভাল"

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): প্রতিবাদের নানা ধরন দেখল মহানগরীর রাস্তা। দ্রোহের কার্নিভালে মঙ্গলবার কেউ জ্বালান মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট। কেউ আবার ওড়ান কালো বেলুন। ঢাকের আওয়াজে, গানে, স্লোগানে মেতে ওঠে "দ্রোহের কার্নিভাল"। রাজ্যের পুজোর কার্নিভালের মাঝেই ধর্মতলায় চলে প্রতিবাদের কার্নিভাল! জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকে ধর্মতলায় মানববন্ধনে যোগ দেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। প্রায় সকলেরই হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। মুখে একটাই স্লোগান, 'জাস্টিস ফর আর জি কর'। বাড়ে মানুষের ভিড়। জনস্রোত থামার নাম নেই। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে আরও মানুষ যোগ দেন মানববন্ধনে।সমাবেশ শুরুর মুখে ধর্মতলার অনশন মঞ্চ থেকে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার জানান, চার দিক থেকে ডোরিনায় এসে জুড়বে মানববন্ধন। ডোরিনা ক্রসিংয়ে চারটি রাস্তা বরাবর চারটি মানববন্ধন হবে। সেই মতো শুরু হয়ে যায় মানববন্ধন। হাতে হাত রেখে ব্যারিকেড গড়েন মানুষ।আদালতের রায়ের পরেই লৌহকপাটের দরজা খুলে যায় রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে। ছিঁড়ে দেওয়া হয় লোহার ব্যারিকেডের শেকল। অনশন মঞ্চে জয়ের শঙ্খধ্বনিও শোনা যায়। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে সবাই মিলে শিকল ভাঙার গান গাইছে। এই মোহের উৎসব ভগ্ন হতে বাধ্য। বছরের পর বছর ধরে চলা অনাচারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খল ছেঁড়ার গান গাইছে। সেটাই এই মুহূর্তে সবথেকে আনন্দের। আমার মনে হয় এখনও সময় আছে, সরকার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিক। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষ আজকে জেগে উঠেছে, সেটা তাদের কর্ণ কুহুরে প্রবেশ করুক। সদর্থক পদক্ষেপ নিক। নাহলে সত্যি সত্যি খারাপ সময় আসছে।""" মহিষবাথান থেকে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের ডাকা দ্রোহের কার্নিভালে আসেন ২১ জন ঢাকি। সামনে ব্যানারে লেখা স্লোগান, 'বিচার যখন প্রহসন, লড়াই তখন আমরণ'।

ধর্মতলায় ডিসি-কে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ প্রতিবাদীদের', 'গো ব্যাক' শ্লোগান

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধর্মতলায় ডিসি সেন্ট্রাল-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মানুষ। ডি সি ও অন্যান্য আধিকারিকদের ঘিরে ধরে 'গো ব্যাক' শ্লোগান দেন। এতে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটাতেই ইচ্ছা করে এমনটা করা হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষণ ধরে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। এদিন দ্রোহের কার্নিভালে ছিলেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, চৈতি ঘোষাল, উষসী চক্রবর্তী প্রমুখ। ঢাকের তালে স্লোগান দেন সাধারণ মানুষ। শ্লোগান ওঠে "শাসক থাকবে কত ক্ষণ? শাসক যাবে বিসর্জন।" শ্লোগানের পাশাপাশি নাচে-গানে-শ্লোগানে চলে দ্রোহের কার্নিভাল।মানববন্ধনে জনস্রোতের মাঝেই আচমকা ঢুকে পড়ে বেশ কয়েকটি গাড়ি। এর পরেই শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদীদের বচসা। ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীদের দাবি, পুলিশ ইচ্ছে করে সমবেতদের মধ্যে বড় বড় গাড়ি ঢুকিয়ে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছে।

"সাহস তো নেই, ভয়েই নাহয় পদত্যাগ করুন মুখ্যমন্ত্রী", তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): "সত্যিই হীরকরানির রাজত্ব"! রেড রোডে রাজ্য সরকারের কার্নিভালে পুর চিকিৎসককে ধরার প্রতিবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। প্রতিবাদের দ্যোতক হিসাবে একগুচ্ছ কালো গ্যাসবেলুনের ছবি যুক্ত করে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে সুকান্তবাবু লেখেন, "রাজ্যের ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর অতি আবেগের পুজো কার্নিভালের মোচ্ছবে কলকাতা পুরসভার মেডিক্যাল দলের অংশ হিসাবে জরুরি পরিষেবা দিচ্ছিলেন চিকিৎসক তপোব্রত রায়। 'প্রতীকী অনশনকারী' লেখা ব্যাজ পরে থাকায় ওই চিকিৎসককে আটক করে ময়দান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একবার ভাবুন, কতটা ভয় পেলে এটা করতে পারে একটা সরকার। সাহস তো নেই, ভয়েই নাহয় পদত্যাগ করুন মুখ্যমন্ত্রী!"

পরিবেশবাদী আন্দোলনের নেতা গঙ্গা গোস্বামীর জীবনাবসান

বাঁকুড়া, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): বাঁকুড়া জেলার পরিবেশবাদী আন্দোলনের নেতা তথা গন্ধেশ্বরী নদী বাঁচাও কমিটির সম্পাদক গঙ্গা গোস্বামী মঙ্গলবার পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬। ছাত্রাবস্থায় তিনি বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হন। পরবর্তীতে আর এস পি র জেলা সম্পাদক মনোনীত হন।শিক্ষকতার সাথে তিনি বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত হন।।একাধিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে জেলার পরিবেশ আন্দোলনে প্রভূত ক্ষতি হল বলে নদী বাঁচাও কমিটির তরফে জানানো হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। মরোনোত্তর দেহ দানের অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি। সেই অনুযায়ী তাঁর মরদেহ বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়।

ইয়াবা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ওপর কিছু জিনিস ছুড়ে মারছে। বিএসএফ বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।কুইক রিঅ্যাকশন টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে সীমান্ত বেড়ার সামনের এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ৯১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটের একটি প্যাকেট উদ্ধার করে।

ভোট ২০ নভেম্বর

● প্রথম পাতার পর

চলবে ভিডিয়োগ্রাফি। সি-ভিজিলে অভিযোগ জমা করার সুযোগ থাকবে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড এই দুই রাজ্যের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা। সাংবাদিক বৈঠক করেন দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাজীব কুমার এবং অন্য দুই নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও ডঃ এস এস সান্ধু। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, দুই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে অবাধ এবং স্বচ্ছ। এই নিয়ে কর্মী, আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পানীয়, নগদ বিলির উপর কড়া নজর রাখা হবে। সীমানায় চলবে কড়া নজরদারি। তবে সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয়, তা দেখা হবে।মহারাষ্ট্রের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর, স্ক্রুটিনি হবে পরবর্তী দিন ৩০ অক্টোবর। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ৪ নভেম্বর। এরপর মহারাষ্ট্রে এক দিনেই ভোট হবে ২০ নভেম্বর, ২৩ তারিখ গণনা হবে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে গেছে।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

রেখেছেন মহম্মদ আলীর পরিবারের সদস্যরা। তখন দিলীপ দেববর্মা ও তিনি রাস্তা পরিষ্কার শুরু করেন। ওই সময় নোংরা আবর্জনা মহম্মদ আলীর বাড়ির পাশে রাখলে তার পরিবারের সদস্যরা তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেন বলেন অভিযোগ। তাতে দিলীপ দেববর্মার স্ত্রী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সরকারের কাছে খোলা চিঠি অনীক দত্ত, সব্যসাচী চক্রবর্তী, চন্দন সেন-দের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এবারের পুজোর কার্নিভাল। অংশ নেয় কলকাতার একাধিক নামী পুজো। অন্যদিকে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়ে "দ্রোহের কার্নিভাল"-এর ডাক দেয় জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স। ছিল জুনিয়র ডাক্তারদের মানব বন্ধনের। এই আবহেই সরকারের কাছে কিছু দাবি জানিয়ে খোলা চিঠি লেখেন অনীক দত্ত, সব্যসাচী চক্রবর্তী, চন্দন সেন প্রমুখ।

এ দিন সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেন পরিচালক অনীক দত্ত। ছবির ওপরে লেখা "একটি খোলা চিঠি"। এরপর গোটা চিঠিতে বেশ তীক্ষ্ণ কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় কিছু কথা লেখা। "আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা মনে করি আর জি করের নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিকারে সুবিচার চেয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তাঁদের তোলা দশ দফা দাবির সঙ্গে আমরা একমত এবং আমাদের মতে রাজ্যে একটি দুর্নীতিমুক্ত ভয় মুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তি এই দাবিগুলির পূরণের মধ্য দিয়েই একমাত্র তৈরি হতে পারে।"এই সঙ্গে লেখা হয়েছে "আমরা অবিলম্বে সরকারকে, বিশেষত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য বিভাগকে অনশন স্থলে গিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ন্যায্য দাবি পূরণের বাস্তব পথ দ্রুত গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।" এই বিষয়ে এই সময় অনলাইনকে পরিচালক অনীক দত্ত বলেন, "ওঁদের একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করছে যে সিনিয়র ডাক্তারদের ওপর, যে তাঁরা কখনওই জুনিয়রদের মারা যেতে দেবেন না বা হয়তো ভাবছেন ওঁরা অসৎ উপায়ে অনশন করছেন। ওই অনশন মঞ্চে একদিন গিয়েই রোদে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, আর সেখানে ওঁরা দিনের পর দিন সেখানে বসে রয়েছেন। স্বার্থ ছাড়া এত কিছু কেউ করতে পারে সেটাই ভাবতে পারছে না।"

ডিমা হাসাও জেলার ৩৬ জন সিভিল সার্ভিস প্রত্যাশীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

হাফলং (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা ডিমা হাসাও জেলার ৩৬ জন সিভিল সার্ভিস প্রত্যাশীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। আজ মঙ্গলবার রাজ্যের বিদ্যুৎ, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল (সিআরএমএফ) ২০২২-২৩ -এর অধীনে চেক বিতরণ করেন। হাফলং জেলা কমিশনার কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জায়গার ৩৬ জন সিভিল সার্ভিস প্রত্যাশীদের মধ্যে এই চেক বিতরণ করেন।কোনও বাধা ছাড়াই নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হয় এই সিভিল সার্ভিস প্রত্যাশীদের। তার জন্য তাঁদের এই আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। হাফলংয়ের বিধায়ক তথা মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা যে ৩৬ জন শিক্ষার্থীকে এই আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই বিপিএল বা মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্গত। শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়ে মতবিনিময় করে মন্ত্রী বলেন, এই আর্থিক সাহায্য তাঁদের অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে। মন্ত্রী গার্লোসা মতবিনিময় অধিবেশন চলাকালীন শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত থাকার পাশাপাশি রাষ্ট্র ও দেশ পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কাজগুলি মেনে চলার জন্য আমাদের মানবসম্পদ বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা আশা ব্যক্ত করে বলেন, এই অর্থ শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র নিজের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করবেন বলে আশা ব্যক্ত করি।

ভারতীয় রেলওয়ের ১০ হাজার লোকোমোটিভকে অত্যাধুনিক কবচ ৪.০ দিয়ে সজ্জিত করার উদ্যোগ

গুয়াহাটি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতীয় রেলওয়ে তার নেটওয়ার্কের ১০ হাজার লোকোমোটিভে স্বদেশী স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা কবচ ৪.০ স্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। সম্প্রতি সফল পরীক্ষার পর, পশ্চিম মধ্য রেলওয়ের কোটা ও সাওয়াই মাধোপুরের মধ্যে ১০৮ কিমি দৈর্ঘের সেকশনে কবচ ৪.০-এর বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই কৃতিত্ব অর্জনের পর, ভারতীয় রেলওয়ে এখন তার নেটওয়ার্কে সমস্ত নতুন প্রকল্পে মিশন মোডে কবচ ৪.০ স্থাপন করবে। এছাড়াও যেগুলি লোকোমোটিভে কবচের লোয়ার ভার্সন স্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলিও উন্নত কবচ ৪.০ দিয়ে পরিবর্তন করা হবে। মালদা টাউন থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আনুমানিক ১৯৬৬ রুট কিলোমিটার দৈর্ঘে কবচ স্থাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। 'কবচ' — হলো ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (আরডিএসও)-এর দ্বারা দেশীয়ভাবে বিকশিত করা অটোমেটিক ট্রেন প্রটেকশন সিস্টেম। এখানে কবচের মানে হলো ট্রেনকে বিপদ (লাল) সংকেত অতিক্রম করা থেকে বিরত করা এবং মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রতিরোধ করার দ্বারা সুরক্ষা প্রদান করা।গতির সীমবদ্ধতা অনুযায়ী যদি চালক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন তাহলে ট্রেনের ব্রেকিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকরী করে তোলাই এর কাজ। কবচকে স্বতন্ত্র সুরক্ষা মূল্যায়নকারী দ্বারা সেফটি ইন্টেগ্রিটি লেভেল-এসআইএল ৪-এর সর্বোচ্চ স্তরের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এবং এটি এর নন-এসআইএল বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে ব্লক সেকশন ও স্টেশনগুলিতে রানিং লাইনে ট্রেনের সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস করে। এর ফলে অন্যান্য দেশগুলি দ্বারাও কবচ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।এর পূর্বে ২০২৪-এর এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ ভারতের সম্মানীয় সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে ট্রেনে কবচ বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছিল। বিগত সময়ে, ট্রেন দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এসেছে। কবচ ৪.০ চালু করার মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য রেল ভ্রমণকে আরও সুরক্ষিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পদক্ষেপটি রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করতে এবং দেশজুড়ে রেল নেটওয়ার্কে সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করার এক বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ।

"এই ক্রোধকে কিন্তু কেউ আটকে রাখতে পারবে না", হাইকোর্টের রায়ে তোপ চিকিৎসক-নেতার

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): 'এই যে ভয়ঙ্কর ক্রোধ, এই ক্রোধকে কিন্তু কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তার কারণ একটাই, কারণ, মানুষ কিন্তু কোনও শান্তিপূর্ণভাবেই এই ক্রোধকে প্রকাশ করতে চেয়েছে।"মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট দ্রোহ কার্নিভালের অনুমতি দেওয়ার পর এই মন্তব্য করেন চিকিৎসক সংগঠনের নেতা মানস গুমটা। তিনি বলেন, "এখানে যারা কার্নিভাল করছে, তারা কিন্তু আনন্দ-উৎসব করার জন্য করছে না। তারা কেউ লাঠি-সোঁটা নিয়ে ওই কার্নিভালে কিন্তু অংশগ্রহণ করবে না। এই প্রশাসন কিন্তু নির্বিকার। আমরা এখনও বলছি, এই প্রশাসনের মানবিক মুখ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এখানে যারা বসে আছে, তারা কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের ভালর জন্য চাইছে। তাদের একমাত্র এবং অন্যতম দাবি হচ্ছে, অভয়ার ন্যায়বিচার। অতীতেও চেষ্টা করেছিলেন, আইন দিয়ে বেঁধে রাখবেন। পারেননি। ওখানেও যেমন কার্নিভাল করার অধিকার আছে, এখানেও কিন্তু মানুষের সেই অধিকার আছে। সেই অধিকার আমরা বুঝে নেব। এটা আমাদের প্রতিবাদ করাটা অধিকারের মধ্যে পড়ে।"

'আমরণ অনশনে' যুক্ত হলেন আরও দুই জুনিয়র ডাক্তার

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের ঝাঁজ কমার লক্ষ্মণ নেই। মঙ্গলবার তাঁদের অনশনমঞ্চে যোগ দিলেন আরও দুই জন। ফলে ধর্মতলার অনশনমঞ্চে অনশনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল সাতে। এ ছাড়াও, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের এক জন জুনিয়র ডাক্তারও 'আমরণ অনশন' করছেন।১০ দফা দাবিতে গত ৫ অক্টোবর রাত সাড়ে ৮টা থেকে ধর্মতলায় আমরণ অনশন শুরু করেন কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ছ'জন জুনিয়র ডাক্তার। স্নিগ্ধা ছাড়াও সেই তালিকায় ছিলেন তনয়া পাঁজা, সায়ন্তনী ঘোষ হাজরা, অনুষ্টুপ মুখোপাধ্যায়, অর্ণব মুখোপাধ্যায় এবং পুলস্ত্য আচার্য্য। রবিবার অনশনে যোগ দেন আর জি করের জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। তবে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় অনিকেত, অনুষ্টুপ, পুলস্ত্য এবং তনয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আর জি কর, নীলরতন সরকার এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

ঘটনাচক্রে, অনশনকারীদের মধ্যে আর জি করের কেউ রইলেন না। গত ৫ অক্টোবর প্রথম যখন ছয় অনশনকারীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই তালিকায় ছিলেন না কোনও আর জি করের জুনিয়র ডাক্তার। কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনে জড়িতদের শাস্তি সহ দশ দফা দাবিতে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের বর্হিবিভাগের সামনে অনশন আন্দোলন শুরু করেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে অনশন মঞ্চে অনশনকারীদের সাথে জুনিয়র ডাক্তার ও অনেক চিকিৎসক পড়ুয়া হাজির হন। মঙ্গলবার সকালে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মিছিল ও বিক্ষোভ সভার কর্মসূচীর আয়োজন করে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা। শ্রমিক থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, পেনশনাররা এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে, রাজ্যে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি আরও গভীর নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে - মঙ্গলবার এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। তবে, এর অভিমুখ রয়েছে পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে। এ রাজ্যে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও বাংলায় ভারী বৃষ্টির কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে রাজ্য জুড়ে আগামী শনিবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার থেকে এর বদল হবে। বর্ষা বিদায়ের পর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ছাড়া এ রাজ্যে আপাতত মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। এ পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। উপকূলবর্তী জেলার পাশাপাশি হিমালয় সন্নিহিত পার্বত্য এলাকার পাঁচটি জেলা - দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলতঃ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকে পড়ে স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।

মেরুদণ্ড নিয়ে অভিনেত্রীর মন্তব্য, তোপ নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের কার্নিভালের মঞ্চে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুণ্ডুকে। সংবাদমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, "ট্রোল হওয়ার ভয়ে যদি কেউ ভাবেন যাবেন না, তবে আমি বলব, তাঁদের মেরুদণ্ড নেই।" এর পর নেটনাগরিকদের তোপের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। তাঁর মন্তব্য একটি ডিজিটালে প্রকাশ্যে আসার পর তিন ঘন্টায়, মঙ্গলবার রাত আটটার মধ্যেই পোস্টে প্রতিক্রিয়া আসে ৬৮০। প্রায় সব কটিতেই সমালোচিত হয়েছেন তিনি।

সুপর্ণা পাঠক লিখেছেন, "মমতার বাড়ির ঠিকে কাজের মেয়ে।" রাঘব লিখেছেন, "ঠিকে কাজের মেয়ের মেরু দন্ড থাকে এটার তো মনে হয় কিছুই নাই।" অনুপম দাস লিখেছেন, "মার্কেটে নতুন চটি চাটার আগমন।" দীপান্বিতা পট্টনায়েক লিখেছেন, "যার নিজের বা যাদের মেরুদন্ড জিনিসটাই নেই, তারা অন্যদের মেরুদন্ড আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করবে কি করে? আগে তো নিজের সেটা থাকতে হবে, তারপর তো অন্যের আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাই না?"অমিত চক্রবর্তী লিখেছেন, "বিধানসভা নির্বাচনে টিকেট পাওয়া জন্য এখন থেকেই চেষ্টা! খুব।" সৌরভ বিশ্বাস লিখেছেন, "যে মেরুদণ্ডহীন সেই কার্নিভাল এ যাবে আর যার মেরুদন্ড আছে সে কখনোই যাবে না।" শমিক দাশগুপ্ত লিখেছেন, "উফ!!..লিটার লিটার মেরুদণ্ডের শুভেচ্ছা রইলো আমাদের ২০২৬ শের নতুন বিধায়িকা মামনির জন্য।"মুক্তি মজুমদার লিখেছেন, "নতুন আবিষ্কার রচনার ফিল্টার ফিল্টার বোন এক পা বাড়িয়ে রয়েছে ২০২৬-এর টিকিটের আশায়"। শমিক দাশগুপ্ত লিখেছেন, "একদম... টিকিট, তোলা অথবা অন্য কোনও রাজনৈতিক ধান্দাবাজী ছাড়া কেউ আজকাল চটি চাটে বলে মনে হয় না।" সুকুমার পাল লিখেছেন, "২০২৬-এর টিকিট পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় আছেন।"

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটি দেখে সনাক্ত করেন মৃতদেহটি হল বুদ্ধ রায় দেববর্মার (৭৫)। তাঁর বাড়ি গোলাঘাটি হাতি-কাঁতাল লক্ষণ সাধুপাড়া এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষ বুদ্ধরায় দেববর্মার বাড়িতে খবর পাঠায়। মৃত বুদ্ধ রায় দেববর্মার পরিবার জানায়, সে ১৩ই অক্টোবর অর্থাৎ রবিবার দিন গোলাঘাটি নতুন বাজার আশ্রমপাড়া ব্যবসায়ীবৃন্দের উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গা পূজার দশমীতে অংশগ্রহণ করতে যায়। ব্যবসায়ী কমিটির দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন করা হয় বুদ্ধ রায় দেববর্মার পুকুরে। রবিবার বাড়ি থেকে দশমীর জন্য বের হয়ে যায় বুদ্ধ রায় দেববর্মা। এরপর আর বাড়িতে ফিরেনি। বাড়ির মানুষ ভেবেছিল হয়তো দশমী শেষ করে গোলাঘাটি নতুন বাজারে বড় ছেলের বাড়িতে গিয়েছে। যার ফলে বাড়ির মানুষ আর তত একটা খোঁজখবর নেয়নি। বড় ছেলের বাড়িতে কিছুদিন থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে আসবে তার জন্য বাড়ির মানুষ আর খোঁজাখুজি তেমনটা করেনি। হঠাৎ করে মঙ্গলবার দিন গ্রামের মানুষ থেকে খবর পেয়ে দৌড়ে ছুটে যায় নতুন বাজার আশ্রমপাড়া বুদ্ধ রায় দেববর্মার পুকুরে। মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পরিবারের লোকজন।

এফিডেভিট

আমি অতিন পাল, (পুরনো নাম), পিতা-মৃত অমৃত লাল পাল, নিবাস-শিবনগর, পোস্ট অফিস-আগরতলা, থানা-পূর্ব থানা, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৪। আমি অতিন পাল (পুরনো নাম), আমার নিজের নাম পরিবর্তন করে অতিন চন্দ্র পাল হয়েছি। আজ এক নোটারি এফিডেভিট মূলে যার নম্বর - ১০০১/অক্টোবর/২০২৪'র দ্বারা সব কিছুতে আমি অতিন চন্দ্র পাল নামে গণ্য হয়েছি। তাই এখন থেকে অতিন পাল এবং অতিন চন্দ্র পাল একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞানত সত্য।

Sd/-
Atin Chandra Paul

াঙ্গন

কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি : মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লীড নেওয়ার আনন্দ অনেকটাই মলিন হয়ে উঠেছে। সরাসরি জয়ের ব্যাপারে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ত্রিপুরা। মহারাষ্ট্রের এইচ এ কাটে একাই পুরো খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কাটে ১৭৩ রানে উইকেটে রয়েছে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে মহারাষ্ট্র ১৪২ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও তিনটি। টার্গেট রয়েছে প্রায় দুই-আড়াইশো রানের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁড়ে দিতে চাইছে। ত্রিপুরা সরাসরি জয় না পেলেও প্রথম ইনিংসে লিভ নেওয়ার সুবিধাটুকু নিতে চাইবে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে মহারাষ্ট্র ১০৮ রানে পিছিয়ে ছিল। আজ, মঙ্গলবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে ৬২ রান নিয়ে খেলা শুরু করে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫০ রান যোগ করে দলের স্কোর ৩১২ তে দাঁড় করায়। হাডকে ৪৬ রানে আউট হলেও এইচ এ কাটে ২৬৯টি বল খেলে ২৪টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৭৩ রানে উইকেটে টিকে থেকে একাই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। খেলা হচ্ছে ঔরঙ্গাবাদে শম্ভুজিনগর গ্রাউন্ডে। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেট, গ্রুপ লীগের খেলা। টস জিতে ত্রিপুরা প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে মহারাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানায় ব্যাটিংয়ের। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে মহারাষ্ট্র ৩৩.৫ ওভার খেলে ১৬০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলে, ত্রিপুরার সামনে এক দারুন সুযোগ আসে। প্রায় দেড় দিনে ত্রিপুরা ১০৩.৫ ওভার খেলে ২৭৭ রানে ইনিংস শেষ করলে ১৭০ রানে দারুন লীড পায়। পিছিয়ে থেকে মহারাষ্ট্র ফের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬২ রান সংগ্রহ করে। আজ ৮৫ ওভার খেলে মহারাষ্ট্র ৭ উইকেট হারিয়ে ৩১২ রান সংগ্রহ করে থামে। মহারাষ্ট্র এই মুহূর্তে ১৪২ রানে এগিয়ে রয়েছে। ত্রিপুরার বোলার দীপ্তনু চক্রবর্তী ৬৯ রানে পাঁচটি উইকেট এবং অভিজিৎ দেববর্মা ৭৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। যদিও অভিজিৎ প্রথম ইনিংসে একাই সাতটি উইকেট পেয়েছিল ৪০ রানের বিনিময়ে। উল্লেখ্য, এই গ্রুপে নিজেদের চার দিবসীয় প্রথম খেলায় চন্ডিগড় খেলছে কেরালার বিরুদ্ধে। কর্ণাটক খেলছে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। ওড়িশা তিন দিনের মধ্যেই ইনিংস সহ ৬৩ রানের ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করেছে।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা এখন লখনৌতে আগামীকাল টি-২০ ১ম ম্যাচ সিকিমের বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা এখন লখনৌতে। প্রথম ম্যাচ ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। সোমবারেই রাজ্য দল রওয়ানা হয়ে লখনৌতে পৌঁছে আজ, মঙ্গলবার হালকা প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। প্রথম একাদশ ঘোষণা করা হবে খেলার দিন সকালে।

সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ট্রফিতে ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ সিকিমের বিরুদ্ধে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো: অন্নপূর্ণা দাস (ক্যাপ্টেন), মৌচৈতি দেবনাথ (উইকেট কিপার), প্রিয়াংকা আচার্য্য, রিজু সাহা (ভাইস ক্যাপ্টেন), মামন রবিদাস মৌটুসী দে, অন্বেষা দাস, পূজা পাল, সুরভী রায়, শিউলি চক্রবর্তী, অম্বিকা দেবনাথ, তামান্না নিগম, রেশমা নায়েক, সুপ্রিয়া দাস (উইকেট কিপার), পূজা দাস। কোচ নারায়ণ চন্দ্র দেব, রুমা দাস। উল্লেখ্য, রাজ্য দল দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ১৮ অক্টোবর রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। ২০ অক্টোবর তৃতীয় ম্যাচে কেরালা, ২২ অক্টোবর চতুর্থ ম্যাচে চন্ডিগড়, ২৬ অক্টোবর পঞ্চম ম্যাচে হিমাচল প্রদেশ এবং ২৮ অক্টোবর ৬ষ্ঠ তথা অন্তিম ম্যাচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলবে।

উয়েফা নেশন্স লিগ : নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে শেষ আটে জার্মানি

আলিয়াঞ্জ, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): উয়েফা নেশন্স লিগে সোমবার (১৪ অক্টোবর) রাতে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস। আলিয়াঞ্জ এরিনায় সেই ম্যাচে নেদারল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের গেছে জার্মানি। ঘরের মাঠে পুরো ম্যাচে আধিপত্য ছিল জার্মানির। কিন্তু প্রথমার্ধে গোল পাইনি জার্মানি। গোল এসেছে ম্যাচের ৬৪তম মিনিটে। জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার মাঠে নেমে উইঙ্গার জেমি লেভেলিং গোলটি করেন। চার ম্যাচে তিন জয় এক ড্র করে ১০ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপে শীর্ষে আছে তারা। আর ৫ পয়েন্ট নিয়ে পরের স্থানে নেদারল্যান্ডস। এই গ্রুপে এ দিনের আরেক ম্যাচে বসনিয়াকে ২গোলে হারিয়েছে হাঙ্গেরি।

নেশন্স লিগ : দারুণ ছন্দে ইতালি, এখনও কোনও ম্যাচ হারেনি স্পালেত্তির দল

রোম, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): নেশন্স লিগে দারুণ ছন্দে ইতালি। এখনও স্পালেত্তির দল হারেনি কোনও ম্যাচে। সোমবার রাতে ঘরের মাঠে ইসরায়েলকে উড়িয়ে দিল ৪-১-এ। ম্যাচের ৪১ মিনিটে মাতেও রেতেগুই"র গোলে এগিয়ে যায় ইতালি। ম্যাচের ৫৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় জিওভানি ডি লরেঞ্জো। এরপর ৬৬ মিনিটে ফানি ইসরায়েলের হয়ে একটি গোল করে ব্যবধান কমায়।তবে ৭৩ মিনিটে ইতালিকে এগিয়ে দেন ডেভিড ফ্রাটেসি। আর ৭৯ মিনিটে ইতালির হয়ে শেষ গোলটি করেন ডি লরেঞ্জো। ম্যাচে তিনি দ্বিতীয় গোলটি করেন। এই জয়ে "এ" লিগের গ্রুপ-২এর শীর্ষেই থাকল ইতালি। টেবিলের দুইয়ে ফ্রান্স।

উয়েফা নেশন্স লিগ : বেলজিয়ামকে হারিয়ে কোয়াটার ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা উজ্জ্বল ফ্রান্সের

ব্রাসেলস, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ব্রাসেলসে উয়েফা নেশন্স লিগে সোমবার (১৪ অক্টোবর) রাতে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মাঠে নেমেছিল ফ্রান্স ও বেলজিয়াম। এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল ফ্রান্স। আর এই হারে নেশন্স লিগের কোয়ার্টারে যাওয়ার আশা অনেকটাই কমে গেল বেলজিয়ামের। আর টানা তৃতীয় জয়ে উজ্জ্বল হল ফ্রান্সের সম্ভাবনা।প্রথমার্ধে বেলজিয়ামের টিলেমানসের পেনাল্টি মিসের পর কোলো মুয়ানির পেনাল্টি গোলেই এগিয়ে যায় ফ্রান্স। তবে প্রথমার্ধেই বেলজিয়াম সমতা ফেরায় লোইস ওপেন্দার গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের হয়ে আবার ব্যবধান গড়ে দেন কোলো মুয়ানি। পুরো ম্যাচে গোলের জন্য ২০টি শট নিয়ে ৭টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বেলজিয়াম। আর ফ্রান্সের ১৪ শটের ৪টি ছিল লক্ষ্যে। তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ইতালি। তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ফ্রান্স। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে বেলজিয়াম।

পানাজিতে জাতীয় প্যারা সুইমিংয়ে অংশ নিতে রাজ্য দলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২৪ তম জাতীয় প্যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে রওনা হলো রাজ্যদল। গোয়ার পানাজিতে হবে এবার এই আসর। এতে ত্রিপুরা দলের হয়ে অংশগ্রহণ করবেন পাঁচ জন প্যারা সুইমার। তারা হলেন সমীর বর্মন, বিনীত রায়, সপ্তর্ষি পাল, সুকেশ সরকার এবং রাকেশ দেববর্মা। সঙ্গে তাদের কোচ রয়েছেন দীপক দাস। উল্লেখ্য, সম্প্রতি উমাকান্ত সুইমিংপুলে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী শিবির থেকে এই রাজ্যদল বাছাই করা হয়েছিল। ১৯ অক্টোবর থেকে ২২ শে অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই আসর। এবারকার রাজ্য দলে একজন একদমই নতুন প্যারা সুইমার। সে হলো সুকেশ সরকার। এবারই প্রথম জাতীয় আসরে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে রাজ্যের এই প্যারা সুইমার।তার একটি হাত একদমই দিবাঙ্গ। কোচ দীপক দাস তাকে সুদূর মোহনপুর থেকে খুঁজে বের করে আনলেন। যথারীতি সে নির্বাচনী শিবিরে অংশগ্রহণ করলো। সাফল্য পেয়ে এখন সে লখনৌর পথে। রাজ্য দলের সাফল্যের ব্যাপারে এবারও আশাবাদী ক্রীড়া মহল।

বৃহস্পতিবার ৫৪ তে পা দেবেন ভারতীয় ক্রিকেটার কুম্বলে

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সর্বকালের সেরা স্পিনার কুম্বলে ৫৪ বছরে পা দেবেন। তিনি ভারতীয় ক্রিকেটে জাম্বো নামে পরিচিত।

তিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট কোচ। বর্তমানে তিনি একজন ধারাভাষ্যকার। টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক ১৯৯০ সালে ৯ আগস্ট ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। শেষ টেস্ট ২০০৮ সালের ২৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ১৮ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে তিনি জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট এবং একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা লেগ স্পিন বোলারদের একজন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে ৬১৯ উইকেট নিয়েছিলেন এবং ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সর্বকালের চতুর্থ সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি।

বুধবার ভারত নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট : ৩৬ বছরে ভারতে জয়হীন ল্যাথামরা

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার বেঙ্গালুরুতে শুরু হচ্ছে ভারত নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্ট।নিউজিল্যান্ডের হয়ে এবার দলকে নেতৃত্ব দেবেন টম ল্যাথাম। কিছুদিন আগে তিনি টিম সাউদির জায়গায় এসেছেন। ৩৬ বছরে ভারতে জয়হীন নিউজিল্যান্ড। তাই নিউজিল্যান্ডের নতুন অধিনায়ক মনে করেন, এই অদম্য ভারতের বিরুদ্ধে ভালো খেলার একমাত্র উপায় হল নির্ভীক ক্রিকেট খেলা।

গত শুক্রবার দলকে নিয়ে ভারতে আসার আগে নতুন কিউই অধিনায়ক বলেছেন, 'আশা করি সিরিজে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়ে খেলব, ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলব ভারতের বিরুদ্ধে। আমরা যদি এটি করি তবে এটি নিজেদেরকে একটি ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।'ঘরের মাঠে ভারত :ভারত ঘরের মাঠে শেষ ১৮টি সিরিজ জিতেছে। টানা চারটি সিরিজ পরাজয়ের পর নিউজিল্যান্ড ভারতে এসেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সার্বিক সহযোগিতায় শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে কার্নিভাল অনুষ্ঠান: মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: সবার সার্বিক সহযোগিতায় শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে কার্নিভাল অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এই প্রতিক্রিয়া জানান বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

২০১৮ সালে রাজ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকেই জাতি জনজাতিরা একসঙ্গে মাতোয়ার হয়ে উঠছেন শারদ উৎসবে। যা এর আগে তেমন একটা পরিলক্ষিত হতো না। মায়ের ভাসান-পর্ব এবং কার্নিভাল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার বিষয়ে এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এ কথাগুলো বলেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি দাবি করেন এবার দশমী ঘাট অত্যাধুনিক করে তোলায় প্রতিমা নিরঞ্জন দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেনন অসংখ্য দর্শনার্থী।

একই চিত্র দেখা গেছ কার্নিভাল অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি তিনি জানান ১২ ই অক্টোবর থেকে গতকাল রাত তিনটে অবদি মোট ৩১৬টি প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়েছে। মঙ্গলবারও ১০ থেকে ১৫ টি ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জন করা হচ্ছে। সবার সার্বিক সহযোগিতায় কার্নিভাল অনুষ্ঠান এবং প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেন মেয়র। পাশাপাশি তিনি জানান এর জন্য কঠোর করা হয়েছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আগামী দিনে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সার্বিক প্রয়াস চালিয়ে যাবে রাজ্য সরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মেয়র।

দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ অক্টোবর: বগাফায় দুইটি বাইকের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৪ জন। ঘটনার বিবরনে জানা যায় মঙ্গলবার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বগাফা এলাকায় ধনীচন্দ্রপাড়ায় লক্ষীছড়া রাস্তারমুখে টিআর০৩ বি ৮৭২৩ নাম্বারের বাইক ও টিআর০৮-ই-৭৫৭৭ নাম্বারের বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে করে দুই বাইকে থাকা ৪ জন রাস্তায় ছিটকে পরে গিয়ে গুরতর আহত হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

প্রতিমা নিরঞ্জন ঘাটে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে জলের নমুনা সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: প্রতিমা নিরঞ্জন ঘাটে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের ফলে জল দূর্ষণের মাত্রা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা জানা যাবে।

এদিন ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক আধিকারিক বলেন, প্রতিবছর ন্যায় এবছরও যেসমস্ত ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয় সেসব ঘাটের জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। প্রতিমা তৈরীতে সমস্ত ধাতব রঙের ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাতে কতটুকু জল দূষিত হয়েছে তা বোঝা যাবে। এদিন তিনি আরও বলেন, বিষাক্ত পদার্থগুলি জল দূষণকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তৃরিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফ থেকে জলের দূষণমাত্রা পরীক্ষা করে দেখা হবে। তারপর রিপোর্ট তৈরী করে বিভাগ অনুযায়ী সমস্ত দপ্তরকে পাঠানো হবে।

শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযানে নামে সদর এসডিএম ও আরক্ষা প্রশাসন। আজ মহারাজগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন দোকান অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে নেমে যাদের দোকানে শব্দবাজী বিক্রি করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, যেসব দোকানে শব্দবাজি বিক্রি করা হচ্ছে সেসব দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। কারণ আগামীকাল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা এবং সামনেই দীপাবলী উৎসবে শব্দবাজী ফাটানো হয়ে থাকে। তাই শব্দদূষণের জন্য সেসমস্ত জিনিস ক্ষতিকারক তার বিরুদ্ধে অভিযানে চালানো হয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, অভিযানে নামে বেশ কিছু দোকানে শব্দবাজী পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী সময়ে দোকান মালিকদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপহার কুপনের নামে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: আসামের একটি দুষ্টচক্রের দ্বারা উপহার কুপনের নামে প্রতারিত হচ্ছে বহু নিরীহ মানুষ। আর এই প্রতারণার ফাঁদে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন স্থিত রেলওয়ে ইয়ংম্যান অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ফেলার পরিকল্পিত চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগে এনে মঙ্গলবার দুপুরে রেলওয়ে ইয়ং ম্যান অথলেটিক ক্লাব গৃহে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত জানালেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

তারা জানিয়েছেন দরিদ্রদের সাহায্যার্থে সামাজিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত কিছুদিন পূর্বে ক্লাবের উদ্যোগে উপহার কুপণ্যের আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সে মোতাবেক ধর্মনগর মহকুমা শাসকের নিকট উপহার কুপন পরিচালনার অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। এদিকে অনুমতি আশার পূর্বেই একটি দুষ্টচক্র রেলওয়ে ইয়ংম্যান অ্যাথলেটিক ক্লাবের নাম জড়িয়ে অনলাইন এবং অফলাইনে ভুয়া উপহার কুপনের টিকেট বিক্রি করতে শুরু করে। বিষয়টি তাদের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তারা এই এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তারা জানিয়েছে এইটি সম্পূর্ণ ভুয়া। তাই রাজ্যের কিংবা বহি:রাজ্যের কেউই যেন এই উপহার কুপনের ফাঁদে পা না দেন। মঙ্গলবারের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ে ইয়াংম্যান অ্যাটলেটি ক্লাবের সম্পাদক অমিত চক্রবর্তী ছিলেন অনান্য আরও সদস্যরা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী গাড়ি, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সালথাংমনু পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার যাত্রীবাহী গাড়ি। তাতে অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন চারজন যাত্রী।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল আনুমানিক ৩ ঘটিকায় মনপাথর ফাঁড়ী থানার অধীনে সালথাং মনু পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টি আর ০১ সি এ ০২২২ নাম্বারের ইনোভাগাড়ী নিয়ন্ত্রয় হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে। গাড়ীটি শান্তির বাজার থেকে উদয়পুরের উদ্দ্যশ্যে যাচ্ছিল। দ্রুত গতিতে থাকার ফলে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে এই দুর্ঘটনাঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয় শান্তির বাজার দমকলবাহিনী ও মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি জয়ন্ত দাস সহ আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা।

এদিন মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি জয়ন্ত দাস জানান, দুর্ঘটনা গাড়ী কিছুটি ক্ষতিগ্রস্থ হলেও যাত্রীরা বেশী আহত হয়নি। গাড়ীতে ৪ জন ছিলো। এই চারজন সামান্য আহত হওয়াতে দমকল কর্মীরা ৪ জনকে চিকিৎসারজন্য স্থানীয় তৈকর্ম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে গাড়ীটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

এনএলএফটি নাম ভাঙিয়ে অনৈতিকভাবে চাঁদা আদায় ও জোরজুলুম করলে তার দায় সংগঠনের নয় : বুসতং ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: এএলএফটি নাম ভাঙিয়ে অনৈতিকভাবে চাঁদা আদায় ও জোরজুলুম করলে তার দায় সংগঠনের নয়। এরজন্য ব্যক্তিগতভাবে তারাই দায়ী থাকবেন। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে করে একথা জানিয়েছেন এলএলএফটি অরিজিনাল গ্রুপের সেক্রেটারি বুসতং ত্রিপুরা।

এদিন সেক্রেটারি বুসতং ত্রিপুরা বলেন, ১৯৮৯ সালে এনএলএফটি জঙ্গি সংগঠন গড়ে উঠে। কিন্তু ২০০০ সালে সংগঠনের দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে ২০০৫ সালে সংগঠনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এনএলএফটির সভাপতি নয়ন কুমার জমাতিয়ার মৃত্যু পর তিনি সংগঠনের গুরুত্ব দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, বহু বছর থেকে শান্তি চুক্তি নিয়ে তিনি কেন্দ্র সরকারের সাথে কথাবার্তা বলেন। কেন্দ্র সরকারের নিকট তিনি অনেকবার দাবিগুলো জানিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এই দাবি নিয়ে বহু সমস্যা দেখা গিয়েছিল। তারপর গত ৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র সরকার তাদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছে।

আর জি কর-এর তদন্তে কেন এত দেরিতে বৈঠক প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের তদন্তে এক মাসের বেশি সময় কেন কোনও বৈঠক হল না, তা নিয়ে মামলার শুনানিতে প্রশ্ন তুললেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, "টাস্ক ফোর্স কী করছে?" সলিসিটর জেনারেল জানান, তাঁরা এ ব্যাপারে হলফনামা জমা দিয়েছেন। তা পড়ে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, "৯ সেপ্টেম্বর শেষ বার টাস্ক ফোর্স বৈঠক করেছিল। তার পর আর কোনও বৈঠক করেনি?" তুষারবাবু জানান, তার পর কোনও বৈঠক হয়নি। তখনই প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এ দিন শুরু হয় আর জি কর মামলার শুনানি। টাস্ক ফোর্স নিয়ে হলফনামা জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। তদন্তের অগ্রগতি কেমন, জানতে চান প্রধান বিচারপতি। তার পরই সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। সেই রিপোর্ট পড়ে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

সুপ্রিম কোর্টে সলিসিটর জেনারেল বলেন, "আর জি করের নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে সিবিআই আধিকারিকেরা। নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।" প্রধান বিচারপতি বলেন, "রিপোর্টে উল্লেখ আছে।"আর জি কর মামলায় প্রথম চার্জশিট জমা পড়েছে শিয়ালদহ আদালতে। মঙ্গলবার সিবিআইয়ের দেওয়া রিপোর্টে সেই চার্জশিটের কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনকি, চার্জশিটের কপিও জমা দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। আদালতে সিবিআই জানায়, ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়া আর কেউ এই ধর্ষণ-খুন মামলায় জড়িত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পথে নামলেন বিরোধী দলনেতাও

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর কার্নিভাল বন্ধ করতে চেয়ে ময়দানে নেমে পড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। মঙ্গলবার দলীয় পতাকা ছাড়া রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিক থেকে আমজনতাকে মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।রেড রোড দুর্গা পুজো কার্নিভাল বয়কটের ডাক দিয়ে রাজপথে নামেন শুভেন্দুবাবু। রাজ্য সরকারের আয়োজিত দুর্গাপুজো কার্নিভাল বর্জনের ডাক দিয়ে এক এক মশাল মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সোমবারই সিউড়ি থেকে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।সচেতন নাগরিক সমাজের ডাকে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে এদিন কার্নিভাল বর্জন মিছিল তথা আর জি কর কান্ডের সুবিচার পেতে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মশাল হাতে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন তিনি।

কমলাসাগরে সম্ভ্রম হারালেন যুবতী, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ অক্টোবর।। সোমবার দুপুরে হরিশনগর চা বাগিচায় মুখ বধির যুবতী নির্যাতনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কমলাসাগর এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে হরিশনগর চা বাগিচায়। জানা গিয়েছে, চা শ্রমিক পরিবারের মুখ বধির যুবতীকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করে স্থানীয় এক যুবক। অভিযুক্ত যুবকের নাম বিক্রম বিশ্বাস। তার বিরুদ্ধে অতীতও এ ধরনের অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পর গা ঢাকা দিয়েছে সে। ন্যাক্কারজনক ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে চা বাগিচায়। নির্যাতিতা সহ শ্রমিক পরিবারের উত্তেজিত জনতা বিশালগড় মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়। প্রথমত কেউ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি। এ কারণে মামলা নিতে পারেনি পুলিশ। পরবর্তী সময়ে একটি সামাজিক সংগঠন নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ায়। এরপর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। পুলিশ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত সহ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। ওসি শিউলি দাস জানান অভিযোগ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট করা হবে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে পুলিশ।

স্বামীর মারে আহত স্ত্রী আটক স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৫ অক্টোবর: মদমত্ত স্বামীর মারে গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে জেলা হাসপাতালের মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন স্ত্রী। কদমতলা থানাধীন রানীবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের পিয়ারাছড়া তিননং ওয়ার্ড এলাকায় মদমত্ত স্বামীর মারে গুরুতর আহত হয়েছেন স্ত্রী। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় কদমতলা থানার পুলিশ।

কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিজ গাড়ি করে আহত স্ত্রীকে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। আহতের নাম রত্না তেলেঙ্গা। স্বামী বীরজু তেলেঙ্গা। কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মরত চিকিৎসক বিমল দাস প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতের মাথার আঘাত গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের রেফার করেন। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ আহতের স্বামী বীরজু তেলেঙ্গাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। গোটা ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন কদমতলা থানার কর্মরত অফিসার এএসআই ডি এম চাকমা।

ইনসান ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে স্বর্ণপদক প্রদান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: জালাল খেদমত আল ইনসান ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ডঃ এ.পি.জে আব্দুল কালামের ৯৪ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্বর্ণপদক প্রদান ও সংবর্ধনা অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার।

জালাল খেদমত আল ইনসান ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ডঃ এ.পি.জে আব্দুল কালামের ৯৪ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্বর্ণপদক প্রদান ও সংবর্ধনা অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে।

উপস্থিত ছিলেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম রোধ, বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, সাংবাদিক প্রণব সরকার সহ অন্যান্যরা। বন্যার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকা ২৪ জনকে স্বর্ণপদক দিল জালাল খেদমত আল ইনসান ফাউন্ডেশন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান আগামী দিনেও তাদের এ ধরনের সামাজিক কাজকর্ম অব্যাহত থাকবে।

কেন্দ্রীয় বিদেশ ও বস্ত্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা তিনদিনের রাজ্য সফরে আসছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় বিদেশ ও বস্ত্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা তিনদিনের রাজ্য সফরে আগামীকাল আগরতলায় আসছেন। আগরতলা পৌঁছে তিনি আগামীকাল সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এরপর তিনি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা: মানিক সাহার সঙ্গেও বৈঠক করবেন। আগামীকাল সন্ধ্যায়ই তিনি খোয়াই যাবেন।

পরদিন, ১৭ই অক্টোবর সকালে খোয়াই জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্কিমের অধীনে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের প্রকল্পে কাজের অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করবেনঊ খোয়াই জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল জীবন মিশন, কৃষি পরিকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে চালু প্রকল্পসমূহও পরিদর্শন করবেনঊ তাছাড়া তিনি মহিলা চালিত স্ব-সহায়ক দল ও জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেনঊ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা সেদিন বিকেলে সিমনার শনখলায় হস্তকারু শিল্পের গুচ্ছ প্রকল্প ও ফটিকছড়ায় হস্ততাঁত সচেতনতা কর্মসূচি এবং শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে "সামর্থ" প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেনঊ ১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় খোয়াই থেকে উদয়পুরের উদ্দ্যেশে রওয়ানা হবেন বলে কথা রয়েছে। উদয়পুরে গিয়ে তিনি মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির দর্শন করবেনঊ ১৮ই অক্টোবর সকালে তিনি আগরতলায় সচিবালয়ে বস্ত্র মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্য্যালোচনা বৈঠক করবেনঊ তাছাড়া তিনি আগরতলায় পূর্বাশা এম্পোরিয়াম ও উইভার্স সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করবেনঊ ঐদিন সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন

রাস্তা থেকে যুবককে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ অক্টোবর: বিলোনিয়ার গিরিধারী এলাকার মূল রাস্তা থেকে অলক সাহা নামে এক যুবককে বাইক সহ তুলে নিয়ে গেছে বিএসএফের জওয়ানরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র খুব উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিলোনিয়া পৌর পরিষদের গিরিধারী এলাকার মূল রাস্তা থেকে হঠাৎ অলক সাহা নামে এক যুবককে বাইক সহ তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মুল রাস্তা থেকে টেনে হিচরে এরপর মারধরের পর অলককে লুকিয়ে রাখে বলে অভিযোগ। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার লোক সহ জড়ো হয় যুবকের পরিবারের লোকজন। অলককে কোথাও না দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কর্মীদের অপহৃত অলোকের খোঁজ জানতে চাইলে উল্টো হুমকি প্রদর্শন করে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মীরা, এমনই অভিযোগ। এই ঘটনার পেছনে কী কারণ রয়েছে সেটাই প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

আদালত নির্দেশিত কাজ রূপায়ণে সরকারের দাবি খারিজ করলেন ডাক্তারদের আইনজীবী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): হাসপাতাল নিরাপত্তায় আদালত নির্দেশিত কাজ রূপায়ণে সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি খারিজ করে দিলেন চিকিৎসকদের আইনজীবী করুণা নন্দী। তবে শীর্ষ আদালত এই সঙ্গে জানায়, "প্রতি পদে কোনও নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া আমাদের কাজ নয়। যাই হোক বিষয়টি দেওয়ালির ছুটির পর আবার উঠবে। শুনানি আজকের মতো শেষ", জানান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ।আর জি কর হাসপাতালের ডাক্তার-ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার শুনানিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার জানায় আদালত নির্দেশিত ৯০-৯৮ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারি ২৮টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এই কাজ হয়েছে।রাজ্য জানায়, তারা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি এবং হাসপাতালগুলিতে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে হাজির থাকা প্রবীণ আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী বলেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা তদারকিতে আদালত যে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল, তাও গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে হাসপাতালগুলির বিশ্রামস্থলে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা লাগু হয়ে যাবে।রাজ্য সরকারের হলফনামায় বলা হয়, আর জি কর হাসপাতালের বকেয়া কাজ সম্পূর্ণ করা হবে এ মাসের মধ্যেই।

এর জবাবে ডাক্তারদের পক্ষে আইনজীবী করুণা নন্দী রাজ্যের বক্তব্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি সওয়ালে বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন যে মাপকাঠিতে হওয়া উচিত ছিল, তা কিছুই হয়নি। রাজ্য সরকার দাবি করলেও তেমন কিছু কাজ হয়নি।রাজ্য আদালতে জানায়, ১২৩ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। ১৫১৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।এর উত্তরে আদালত বলে, যাই হোক রাজ্য সরকারের হলফনামাকে উপেক্ষা করতে পারে না বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রশিক্ষিতদের মধ্যে ৯১০ মহিলাও আছেন বলে রাজ্য জানিয়েছে। আদালত এও বলে আমরা রাজ্য সরকারকে সব ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারি না। এটা একটা বিশেষ ক্ষেত্র বলে রাজ্যকে বলা হয়েছিল।

সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন নিয়ে রাজ্যকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্যকে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট।

এ দিন শুনানীতে প্রধান বিচারপতি বলেন, "রাজ্যকে হলফনামায় নিশ্চিত করতে হবে কোনও স্কুল, হাসপাতালের মতো স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানে সিভিক ভলান্টিয়ার রাখা যাবে না। এমনকি, কোনও থানা এবং তদন্তের সঙ্গে জড়িত কোথায় সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়নি, তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারকে।"মঙ্গলবার সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য। প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, "সিভিক ভলান্টিয়ারদের কে নিয়োগ করে? কী ভাবে নিয়োগ হয় তাঁদের? এখন রাজ্যে কত জন সিভিক ভলান্টিয়ার আছেন?" রাজ্য জানায়, সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয় ।পরের শুনানিতে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে যাবতীয় তথ্য চাইলেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্যের কাছে হলফনামা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, "রাজ্যকে হলফনামায় বিস্তারিত জানাতে হবে কী ভাবে সিভিক ভলান্টিয়ারের নিয়োগ হয়? নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? নিয়োগের আগে কী ভাবে তাঁদের দেওয়া তথ্য যাচাই করা হয়? কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সিভিক ভলান্টিয়ার আছে? সিভিক ভলান্টিয়ারকে কী ভাবে বেতন দেওয়া হয়, কত বাজেট বরাদ্দ করা হয় তার জন্য?"মঙ্গলবারের শুনানিতে প্রশ্ন ওঠে, রাজ্য সরকারের 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। কেন সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিয়োগ করা হবে? সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ। সেখানে বলা হয়েছিল, কোনও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরত রাখতে হবে। তবে রাজ্য জানায়, কেন্দ্রীয় আইনের বলেই নিয়োগ হচ্ছে 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পে।

পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় নিউ আলিপুরে। মঙ্গলবার সকাল থেকে হেস্টিংস এলাকায় জমায়েত করে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ, পুলিশের তরফে দুর্ঘটনা নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ নিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা দেরি করেছে পুলিশ। এছাড়া দুর্ঘটনাস্থলের আশেপাশের সমস্ত সিসিটিভি খারাপ বলে পুলিশ যে তথ্য দিয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে মৃতের পরিবার। কীভাবে এতগুলি সিসিটিভি খারাপ হয়ে গেল? প্রশ্ন বিক্ষোভকারীদের। এনিয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে এলাকায় তীব্র অশান্তি ছড়িয়েছে। বেলায় হেস্টিংস থানা ঘেরাও করেন বিক্ষোভকারীরা।

সূত্রের খবর, নিউ আলিপুরের বাসিন্দা বছর বাইশের যুবক নিশান্ত চৌধুরী বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন হেস্টিংস দিয়ে। বাইকের পিছনে ছিলেন এক মহিলাও। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ হেস্টিংসে দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত অবস্থায় নিশান্ত চৌধুরীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।পুলিশের অনুমান, মাঝরাতে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল দুটি ট্রেলার। তার মাঝে বাইকটি ঢুকে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এর পরই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রথমে তাঁদের ফোন করে দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে বলা হয়, নিশান্তের শারীরিক পরিস্থিতি বিশেষ ভালো নয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছন। তখন জানতে পারেন, ছেলের মৃত্যু হয়েছে।এর পর পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলে তা ৩ ঘন্টা দেরিতে গ্রহণ করা হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ বলেছে যে দুর্ঘটনাস্থল হেস্টিংসের রাস্তায় ১৯ টি সিসিটিভি রয়েছে। কিন্তু তার সবকটাই খারাপ। হঠাৎ কীভাবে এতগুলি সিসিটিভি একসঙ্গে খারাপ হল? সেই প্রশ্ন তুলে পুলিশের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ করে মৃত যুবকের পরিবার। এনিয়ে মঙ্গলবার সকালে হেস্টিংস থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।